

সোজা স্পোর্টস নাইট কারফিউ কেন?

বাজার পুরোদমে খোলা। খোলা রাজ্যের সমস্ত দোকানপাট, শপিং মল। ৫-১০ হাজার মানুষ নিয়ে হচ্ছে রাজনৈতিক দলবদল। আজ থেকে খুলে যাচ্ছে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। উমাকান্ত মাঠে হাজার হাজার দর্শক নিয়ে হচ্ছে ফুটবল। আমতলিতে এক মস্ত্রীর উদ্যোগে হচ্ছে পদ্ম কাপ ক্রিকেট। চলছে অফলাইন পরীক্ষা। অর্থাৎ সব কিছুই চলছে। কিন্তু সব কিছু যখন চলছে তখন রাত আটটা থেকে নাইট কারফিউ রেখে দেওয়ার কোন যুক্তি কি আদৌ আছে? বরং রাত আটটার কারফিউ অনেক বিবাহযোগ্য মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েও বাতিল হয়ে গেছে। জেলা শাসকের সেই বিয়ে বাড়ি তাণ্ডবের ঘটনার পর এই শহরের অনেক অভিভাবকই নাকি তাদের মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি নন নাইট কারফিউর জন্য। বেশ কিছু হোটেল এবং বিয়ে বাড়ি কর্তৃপক্ষ থেকে জানা গেছে যে, বাংলা মাঘ মাসে অনেক বিয়ের বুকিং বাতিল হয়েছে। এতে হোটেল এবং বিয়ে বাড়ির প্রচুর আর্থিক ক্ষতি যেমন হয়েছে তেমনি অনেক মেয়ের বিয়ে আপাতত বাতিল করা হয়েছে। কেননা নাইট কারফিউর মধ্যে অনেক অভিভাবক তাদের মেয়ের বিয়েতে রাজি নন। বিশেষ করে গত বছরের জেলা শাসক কাণ্ডের কথা মনে রেখে। এছাড়া দেখা গেছে, নাইট কারফিউতে শহরে প্রতিদিন বিভিন্ন বাজার এবং এলাকায় দোকানে দোকানে চুরি-ডাকাতি হচ্ছে। আগে সারা রাত মানুষ চলাচল করতো। কিন্তু এখন নাইট কারফিউ থাকায় সাড়ে সাতটায় দোকান বন্ধ এবং মানুষ ঘরে চলে যায়। বলতে দ্বিধা নেই, নাইট কারফিউ চালু হওয়ায় রাতে রাস্তায় পুলিশও দেখা যায় না। হাতে-গোনা কিছু টহল। এর সুযোগে বেড়েছে চুরি। তাই জনগণের দাবি, সব কিছুই যখন ঠিক আছে এবং চলছে তখন নাইট কারফিউর কোন প্রয়োজন কি আদৌ আছে?

১০ দিন ধরে মেয়ের দেহ আগলে মা

● ছয়ের পাতার পর সূত্রে জানা গিয়েছে, মল্লিকপাড়া এলাকায় নিজস্ব বাড়িতে দীপ্তি মল্লিক ও তাঁর মেয়ে শ্যামলী মল্লিক দু’জনেই থাকতেন। মাসদুয়েক ধরে তাঁরা দু’জনেই অসুস্থ ছিলেন। হাঁটালার ক্ষমতা পর্যন্ত ছিল না। বাড়ি -নাগোয়া তাঁদের আত্মীয়স্বজনরা রয়েছেন। কিন্তু, কেউই তাঁদের দেখাশোনা করা দুরন্ত, খোঁজ পর্যন্ত নিতেন না বলে খবর। দীপ্তির ছেলে, বোঁমা, নাতিও রয়েছেন। কিন্তু, তাঁরা আলাদা থাকেন। কেবল দীপ্তির নাতি তথা শ্যামলীর ভাইয়ের ছেলে শুভদীপ

মাঝে মধ্যে আসতেন। তাঁদের খাবার দিয়ে যেতেন। শেষবার দশদিন আগে এসেছিলেন শুভদীপ। তারপর এদিন সকালে আবার খাবার দিতে এসে তিনিই প্রথম হাড় হিম করা কাণ্ডটি দেখেন। শুভদীপ জানান, বাড়িতে ঢুকতেই দুর্গন্ধ যায় তাঁর নাকে। তারপর ঘরে ঢুকতেই তিনি দেখেন, শ্যামলীর পচাগলা দেহ পড়ে রয়েছে। আর সেই বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করতেন। বছর তিনেক আগে মারা যান তিনি। তারপর থেকে তাঁরা একই বাড়িতে পড়ে থাকতেন।

জানান। খবর দেওয়া হয় শিবপুর থানাতেও। তারপর শিবপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্যামলী মল্লিকের মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। চোখের সামনে মেয়ের মৃত্যু দেখে এবং দেহ ১০ দিন ধরে আগলে বসে রাখার পর কার্ভ বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছেন দীপ্তি। তিনি জানান, তাঁদের কেউ দেখাশোনা করত না। তাঁর স্বামী একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করতেন। বছর তিনেক আগে মারা যান তিনি। তারপর থেকে তাঁরা একই বাড়িতে পড়ে থাকতেন।

গুপ্ত কণিকাদের খোঁজে

● ছয়ের পাতার পর সন্ভাবনা শেষ হয়ে যাওয়া নয়। বরং একটা একটা করে পদ্ধতি বাতিল হচ্ছে, আরও উন্মুক্ত হচ্ছে ডার্ক ম্যাটার কণা খুঁজে পাওয়ার রাস্তা। সোটো কীভাবে? প্রতিটি পরীক্ষা শুরুর আগে ডার্ক ম্যাটার কণাদের চরিত্র ধর্ম সম্পর্কে একটা ধারণা নিয়ে বিজ্ঞানীরা খোঁজ শুরু করেন। ধরা যাক, একটা পরীক্ষায় ডার্ক ম্যাটার কণাদের ভর ১৩০ জিবি (গিগা ইলেকট্রোভোল্ট) থেকে ২০০ জিইভির মধ্যে থাকা সম্ভব। ১৩০-২০০ জিভিতে রেঞ্জের মধ্যে থাকা কণাগুলো ডিটেকটরে আঘাত করলে সেখান থেকে কী পাওয়া যাবে, উত্তর ভাগ্যমাত্রা বা বিকিরণ কেমন শক্তির হবে, সোটো বিজ্ঞানীরা আগেই হিসাব করে ফেলতে পারেন। তাই রেঞ্জের ভেতর করা কোনো পরীক্ষায় যখন ফল পাওয়া যাচ্ছে না, তখন বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হতে পারেন এই ডার্ক ম্যাটার কণাদের ভর এই রেঞ্জের বাইরে বা ডার্ক ম্যাটারের চরিত্র ওই ধরনের নয়। এগুলো নিশ্চিত হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা হয়তো নতুন করে ভাববেন ডার্ক ম্যাটারের ভর আর চরিত্র নিয়ে। এভাবে একের পর নতুন নতুন পদ্ধতিতে ডার্ক ম্যাটারের সন্ধান করবেন। আরও নির্দিষ্ট হবে ডার্ক ম্যাটারের ধর্ম। তারপর একদিন ঠিকই অন্ধকারের রহস্যময়তা ঝেড়ে ফেলে ডিটেকটরে ধরা দেবে ডার্ক পাটিকেল।

জয়ী এগিয়ে চল সংঘ

● সাতের পাতার পর সমতায় নিয়ে আসে। প্রথমার্ধ শেষ হয় ১-১ গোলে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই এগিয়ে চল সংঘের দাপট ছিল। ১২ মিনিটে অল্প একটি জয়গার মধ্যে নিজের শরীরকে সেকেন্ডের মধ্যে ঘুরিয়ে অসাধারণ শট নিয়েছিল অ্যালিস্টাইড। ফরোয়ার্ড গোলকিপার অমিত জমাতিয়া দুরন্ত দক্ষতায় তা রুখে দেয়। ২ মিনিট পর ফের সুযোগ পায় এগিয়ে চল সংঘ। অ্যারিস্টাইড-র কাছ থেকে সনম-র শট অল্লের জন্য বাইরে যায়। ৭৫ মিনিটে এগিয়ে চল সংঘ-র হয়ে গোল করে অ্যারিস্টাইড। তার হেড গোলকিপার অমিত জমাতিয়া ঠিকভাবে গ্রিপ করতে পারেনি। ফলে দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে বল গোল চলে যায়। গোলকিপার হিসাবে অমিত অত্যন্ত

প্রতিভাবান। এদিন কয়েক সেকেন্ডের ভুলে এই বাজে গোলটি হজম করতে হয়েছে। অমিত নিশ্চয় ঘটনাটা ভুলে যেতে চাইবে। ভুল সবাই করে। তাই অমিত-র এই ভুলটাকে বড় করে দেখা উচিত হবে না। এই ফরে দ্বিতীয়ার্ধে দাপট দেখিয়েছে আরও বিশ্বস্ত করে তোলাই উচিত হবে। দ্বিতীয়ার্ধে এগিয়ে চল সংঘে দাপট থাকলেও পাল্টা আক্রমণে সুযোগ পেয়েছিল ফরোয়ার্ড

ক্লাবও। ২৯ মিনিটে ভিদাল এবং ইয়ামির যুগলবন্দিতে একটি দারুণ সুযোগ পায় ফরোয়ার্ড ক্লাবও। ইয়ামি-র শট অল্লের জয় বাইরে চলে যায়। শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে জয় পায় এগিয়ে চল সংঘ। প্রথমার্ধে যদি ফরোয়ার্ড ক্লাব দাপট দেখায় তবে দ্বিতীয়ার্ধে দাপট দেখিয়েছে এগিয়ে চল সংঘ। রেফারি টিঙ্ক দে এগিয়ে চল সংঘের দেখানিস রাই, আচাইফং জমাতিয়া এবং জেইলস রাই-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন।

অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত

● আটের পাতার পর - আগুনের লেলিহান শিখায় চতুর্দিক একইসাথে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। ওই সময় নূরজাহান বাড়িতে ছিলেন না। বাড়িতে থাকা ছেলেমেয়েরা চিংকার শুরু করে। প্রতিবেশীরা সকলে ছুটে আসে। খবর পেয়ে নূরজাহান এসে দেখেন নিজের বসতঘর আগুনে পড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় তিনি অজ্ঞান হয় পড়ে যান। পরবর্তীতে অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বসতঘর ভস্মীভূত হয়ে যায়। এখন ছেলে মেয়ে নিয়ে অন্যর বাড়ি ঘরে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া বিকল্প করার কিছুই নেই অসহায় নূরজাহান বেগমের। স্থানীয়রা দাবি তুলেছেন পঞ্চায়েত যাতে তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে।

সিপিএম’র অভিযোগ

● চারের পাতার পর মিথ্যা মামলা রঞ্জু করেছে। ঘটনার দিন রাতে এই ঘটনার সময় বাজারেই ছিলেন না অসুস্থতা ভাঙুন মিঞা। তাকে ঘর থেকে তুলে এনেছে পুলিশ। সিপিআইএম। ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী বিজেপি’র হীন আক্রমণের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। তার সাথে বিলেনিয়া থানার অন্যায এবং দলদাসী ভূমিকারও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। সম্পাদকমণ্ডলী দাবি জানাচ্ছে অবিলম্বে উক্ত ঘটনায় গোলযোগ সৃষ্টিকারী বিজেপি দুচ্ছতিকদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে গ্রেফতার এবং শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। এলাকায় শান্তি রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুক এই দাবি করছে সিপিএম। দলের তরফে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

● প্রথম পাতার পর

বিভীষিকা-স্মৃতি হয়ে থাকবে। ত্রিপুরার ইতিহাসে তেমন আর হয়নি। ২০১৩ সালের ১৯ মে বিকেলে দৈনিক গণদূতের তিন কর্মী খুন হন অফিসেই। সুশীল জ্যোদীর বাড়িতেই অফিস। তিনি খুনের সময় বাড়িতেই ছিলেন। কিছুদিন পর তিনি গ্রেফতার হন। টায়াল কোর্টে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়, পরে উচ্চ আদালত থেকে খালাস পান। ফলে সেই তিন খুন কে করল, তার জবাব এখনও পাওয়া যায়নি। দৈনিক গণদূত পত্রিকায় ‘খবর’ হিসেবে যার-তার বিরুদ্ধে গালাগাল, কখনও হুমকি খবরের নামে

যা-তা ছাপানো হতো। সেইসব ‘খবর’কে শুধু মিথ্যা বলেলেই বোঝানো যায় না, কখনও সেগুলি ভারসাম্যহীন প্রলাপও মনে হতে পারে। হাবিজাবি ছাপানোতে প্রয়াতের জুড়ি মেলা ভার। রাজ্যে আর দ্বিতীয়টি ছিল না। তার মৃত্যুতে অমৃত ছাষণের ধারার অবসান হচ্ছে, বলা যাচ্ছে না। সেরকম আরও জড়িয়ে উঠছে। আনকারো। শিশু সংবাদপত্র, লেজুড্‌ চ্যানেল, কিংবা সংবাদমাধ্যমের ঢাঙে সামাজিকমাধ্যমে দলীয় বা অন্য বকলমে প্রোপাগাণ্ডা চ্যালেন, সেরকম অসত্য ভাষণে হাত পাকিয়ে তুলছে।

ইঙ্গিত দিলেন সুদীপ

● প্রথম পাতার পর কার্যকর্তারা তবে জেলা সফর এবং আগরতলায় আলোচনার ঘটনায়। নিশ্চিত রূপে সুদীপবাবুরা কংগ্রেসের দিকেই পা বাড়াঁচ্ছেন। কিন্তু মানিক দাস, সুজিত ব্যানার্জি, তাপস ভট্টাচার্য, ঋষিকেশ দে’রা কংগ্রেসে যোগ দেবেন কিনা তা নিয়ে এখনও প্রশ্ন রয়েছে বলেও অনেকের অভিমত। তবে তারাও অনানোপায়। কারণ, তৎকাল বিজেপি কার্যকর্তারা তাদেরকে কোনঠাসা করতে করতে একেবারে খাদের কিনারায় চেপে ধরেছে। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিগতভাবে তাদেরকে বেঁচে থাকতে হলে বিকল্প কোনও কিছুই না করা ছাড়া তাদের কাছে আর কোনও উপায় নেই। বিজেপিতে তাদেরকে থাকতে হলে জীবমৃত অবস্থাতেই থাকতে হবে। বৃথ

দুইটি স্পোর্টস

● সাতের পাতার পর উপ-অধিকর্তা শিমুল দাস-র বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ। যারা দীর্ঘদিন ধরে খেলাধুলার সাথে যুক্ত সেই সমস্ত ক্লাব বা স্টেটারকে বাদ দিয়ে টাকার খেলায় নাকি অন্যদের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। শিমুল দাস-র বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনছে অনেক রাজ্য ক্রীড়া সংস্থা। তবে এক হকি-র জন্য যখন দুইদিন নির্বাচন হচ্ছে পশ্চিম জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন গঠনে তখন তো শিমুল দাস-র কার্কেল নিয়ে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। এখন ক্রীড়া পর্যদ ও ক্রীড়া দফতরের দায়িত্ব তদন্ত করা যে, কেন এক ইভেন্টে (হকি) দুইদিন জেলা কমিটি গঠনের জন্য নির্বাচন করা হচ্ছে?

কর্মসূচি

● আটের পাতার পর - স্নাতক হচ্ছে এবং এখানকার বাসিন্দারা অন্যত্র সন্মাননে নিজেদের জীৱিকা অন করছেন। “আজ এখানে, স্বর্ণ গ্রামে, আমাদের এই জ্বালাপোরা অনুষ্ঠান করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত, কারণ সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শারীরিক কল্যাণে আমাদের এই প্রচেষ্টা দেখে আমার স্বর্গীয় পিতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হতেন”- বলেন গৌর চন্দ্র সাহার কন্যা ও শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলারীর ডিরেক্টর শ্রীমতি অপিতা সাহা। তিনি আরও বলেন “আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই যে এখানকার পিছিয়ে পড়া মানুষের সেবার নিজেদের নিমুক্ত করার সুযোগ পেয়েছি বলে। এইভাবে যাতে মানুষের সবায়ে ভবিষ্যতেও নিয়োজিত হতে পারি তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই।” শান্তি, উন্নতি ও নীতীক জীবন কল্যাণের প্রার্থনা করে এদিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

জমি দখল

● আটের পাতার পর - দিয়েছেন খোকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেনেন। এই খোকনকেই গত বছরের ১২ জুলাই আমতলি থানা গ্রেফতার করেছিল। তার বিরুদ্ধে শাশীন্দ্রলাল বাজারে এক যুগলকে আটক করে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছিল। ওই যুগলের তথ্য অনুযায়ী খোকনকে চেরাই কাঠের মেশিন-সহ আটক করেছিল পুলিশ। পুলিশের গোয়েন্দাকে হত্যার চেষ্টা করেছিল এই যুগল। শেষ পর্যন্ত জানিয়ে ছাড়া পেয়ে খল নিলো বিধবা মহিলার জমিতে। এখন স্থানীয়রা চাইছেন পুলিশ যেন এই ঘটনার সূষ্ঠা বিচার করে। খোকন বারবারই ছাড়া পেয়ে যায়। যে কারণে তার গুন্ডামি দিনদিন বাড়ছে বলে অভিযোগ।

চমক

● ছয়ের পাতার পর ফরফুনার গাড়ি আছে। নিজের কাছে ৩০ লক্ষ টাকা ও স্ত্রীর কাছে ৭০ লক্ষ টাকার সোনার গয়না আছে। সিধুর ঘড়ির দাম ৪৪ লক্ষ টাকা। পতিয়ালাতে তাঁর ৬ টি শোরুম আছে, কিন্তু তাঁর কোনও কৃষি জমি নেই। উত্তরাধিকার সূত্রে বসতবাড়ি চৈয়মার কাছে। বাড়ির মূল্য ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। তাঁর অমুসরের সম্পত্তির মূল্য ৩৪ কোটি টাকা। তাঁর আয়ের উৎস বিধায়ক হিসেবে পাওয়া ভেতন, ভাড়া এবং বিসিপিআই থেকে প্রাপ্ত পেনশন। সিধু যেমন প্রাক্তন ক্রিকেটার পাশা পাশি কমিক শো-এর বিচারকের দায়িত্বেও সামলেছেন। এখন পাকা রাজনীতিক এবং পাঞ্জাব কংগ্রেসের চর্চিত নাম।

কমিটির সভায়ও তাদের কোনও মূল্য দেওয়া হয় না। এই পরিস্থিতিতে তাদেরকেও বিকল্প ভাবতে হবে নিজেদের অস্তিত্বের প্রশ্নে। যতদূর জানা গেছে, তৎকাল বিজেপিকে শিক্ষা দিতে শুধুই মানিক দাসেরাই নন, জেলা জেলায় এরকম আরও বহু পুরোনো বিজেপি কার্যকর্তারা ওৎপেতে বসে আছেন। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ সহ তাদেরকে নিজেদের সঙ্গে জুড়ে নেওয়ার দায়িত্ব মানিকবাবুরা কাঁধে নিয়েছেন বলে খবর। তাদের লক্ষ ফ্লোটিং নয়, এবারের বিজেপির কর্মিটেড ভোটেই আঘাত হানা। তবে কুয়াশা এবং ঝোঁয়াশা কাটিয়ে কত তাড়াতাড়ি নয়া সূর্যোদয় হয় সেই অপেক্ষাতেই রয়েছে সংস্কারপন্থীরা।

নিহত ৫ জঙ্গি

● তিনের পাতার পর জাহিদ ওয়ানি রয়েছে। এটা আমাদের কাছে বড় সাফলা’। প্রসঙ্গত জাহিদ ওয়ানি লেতপুরা বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত। ওই বিস্ফোরণে ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ান মারা যান। ঘটনার পর থেকে তাঁকে খুঁজ ছিল পুলিশ। জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ পুলিশের সঙ্গে জঙ্গিদের সংঘর্ষ হয়। বাদগাম জেলায় সংঘর্ষে যে জঙ্গি মারা গিয়েছে তার কাছ থেকে একটি একে রাইফেল উদ্ধার হয়েছে।

শিশুর প্রাণ বাঁচালেন চিকিৎসক

● প্রথম পাতার পর যায়।প্রথমে বাড়ির লোকজন সেই বিচি বের করতে গিয়ে পরিস্থিতি জটিল করে ফেলে। বিচিটি আরো নীচে পড়ে দিকে চলে যায়। ফলে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় সােলমা প্রাথমিক স্বাস্থ কেন্দ্রে। সেখানকার স্বাস্থ্যকর্মীরা আরো একপ্রস্থ চেষ্টা করে পরিস্থিতি বিশৃঙ্জন করে তুলে। তেঁতুল বিচিটি শ্বাসনালী পেরিয়ে একেবারে বাম ফুসফুসে মুখে পৌঁছে যায়। অবস্থা বেগতিক দেখে তাকে তৎক্ষণাৎ রেফার করা হয় ধলাই জেলা হাসপাতালে। আশ্বলেপযোগো তাকে যখন কুলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় তখন সে প্রায় মৃত। শরীর প্রায় নীলাভ। অক্সিজেন লেভেল নেমে

মস্ত্রীর মুখে নাথুরামের কথা!

● প্রথম পাতার পর নাথুরামের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সেটা মানেননি, পরামর্শ দিয়েছিলেন, দেখা না করতে। সর্দার প্যাটেল তখন উপপ্রধানমন্ত্রী। গান্ধীজীকে যেদিন খুন করা হয়, সেদিন সকা’লেই তার সাথে দেখা করেছিলেন সর্দার প্যাটেল।

মহাত্মা’র ছেলেকে গডসের সাথে জেলে দেখা করতে না করেছিলেন, তার অন্যতম কারণ হচ্ছে, গডসকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা হবে, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। আরএসএস’র ত খনকার প্রধান এ এস গোলওয়ালকর’র চিঠির জবাবে লিখেছিলেন, গান্ধীজীকে হত্যার পর আরএসএস’র লোকেরা উদ্ধাস কর চেে, এবং মিষ্টি বিলিয়ে ছে। সর্দার আরও লিখেছি লেন, আরএসএস’র ছড়ানো বিশ্বের চূড়ান্ত ফল হল, গান্ধী-হত্যা। গডসকে মহিমান্বিত করা চেষ্টা আগেও ছিল, তবে বছর কয়েক ধরে তা খোলাখুলিভাবে হচ্ছে। গডসের মূর্তি বসানোর কথা শোনা যায়। গডসকে দেশপ্রেমিক বলেন সন্ত্রাসে অভিযুক্ত বিজেপি সাংসদ, কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি রেখে তাতে

উল্লেখ নেই, তার মৃত্যুদিনে আলাদা করে তাকে শ্রদ্ধা জানানোর কথা নেই, তার অহিংস নীতি নিয়ে বলার কথা নেই। এমন যেমন দপ্তান্ত শিক্ষা দফতর থেকেই তৈরি হচ্ছে, যাদের হাতে দেশের ভবিষ্যত গড়ার দায়িত্ব, তারাই যেন নীরবে গান্ধীজী’র নাম উল্লেখ করছে না।

দায়িত্ব খালাস দূষণ পর্যদের

● প্রথম পাতার পর শাসকদলের এক-দু’জন মস্ত্রীর নাম বিশ্বাবুর মুখে লেগে থাকে এখন। তিনি আরএসএস’র ঘনিষ্ঠ কর্মী বলে অফিস চত্বরে বলে বেড়ান। আর এতে স্বভাবতই উদ্ধাস করে কেউ কিছু বলেন না। সেই সুযোগ নিয়ে নিজের মত করে দফতরে আধিপত্য গড়ে তুলেছেন ড. বিষ্ণু। তিনি বিজ্ঞাপনটি স্বাক্ষর করে বলেছেন, ওয়াটার (প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল অফ পলিউশন) অ্যান্ড ১৯৭৪-এর ২৫ এবং ২৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী এবং ১৯৮১ সালের বায়ু দূষণজনিত আইনের ২১ নম্বর ধারা অনুযায়ী যে কোনও মিনারেল ওয়াটার ইউনিট গড়ার জন্য ‘কনসেন্ট টু

এস্টাবলিস অ্যান্ড কনসেন্ট টু অপারেট’ সার্টিফিকেট আবশ্যক। নির্দেশিকা স্বাক্ষর করে বিশ্বাবু মিনারেল ওয়াটার কোম্পানির মালিকদের বলেছেন, উনারা যাতে অতিসম্ভ্বর একটি নির্দিষ্ট ভয়ে উনাকে কেউ কিছু বলেন না। সেই সুযোগ নিয়ে নিজের মত করে দফতরে আধিপত্য গড়ে তুলেছেন ড. বিষ্ণু। তিনি বিজ্ঞাপনটি স্বাক্ষর করে বলেছেন, ওয়াটার (প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল অফ পলিউশন) অ্যান্ড ১৯৭৪-এর ২৫ এবং ২৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী এবং ১৯৮১ সালের বায়ু দূষণজনিত আইনের ২১ নম্বর ধারা অনুযায়ী যে কোনও মিনারেল ওয়াটার ইউনিট গড়ার জন্য ‘কনসেন্ট টু এেসেছে। এই প্রক্রিার হাতেও নানাবিধ প্রমাণ এসেছে। তবে যেভাবে নিজেদের দোষ ঢাকার জন্য এখন কোনক্রমে রাজ্যের মিনারেল ওয়াটার কোম্পানির মালিকদের জন্য নির্দেশিকা জারি করেছে বিশ্বাবুর পর্যদ, তা অত্যন্ত হাস্যকর।

জালনোট-সহ

● প্রথম পাতার পর পার্থ দেবকে। তারা তদন্তে নেমে মেলাধরের বাসিন্দা জয়ন্ত দেববর্মাকে জাল নোট সমেত আটক করে। ধৃত দুজনকেই জিজ্ঞাসাবাদ চাচ্ছে। অভিযোগ, রাজ্যে ছেয়ে যাচ্ছে জালনোট। এই টাকাগুলো বাঁচালেশ হয়ে রাজ্য প্রবেশ করছে। সোনামুড়া সীমান্ত দিয়ে হুন্ডি এবং বড় পুঁজি ব্যবসায়ীরা জাল নোট কারবারিদের রাজ্যে প্রবেশের সুযোগ করে দিচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। তারা রাজ্যে এসে জাল নোট ছড়িয়ে দিচ্ছে। এটাইই দক্ষ তারা যে, জাল এবং আসল নোট পার্থকা করতে গিয়ে সাধারণ নাগরকরা সমস্যায় পড়ছেন। পুলিশ থানায় নিয়ে ধৃত জয়ন্তকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

দীনবন্ধু’র দিনে-ডাকাতি

● প্রথম পাতার পর বিদ্যালয়ের অধিকর্তা ডি বি দাসকে যারা চেনেন, তারা অনেকেই মজা করে বলেন, তিনি ইচ্ছা করেই বানানটি ভুল রেখেছেন। কারণ, ভুল বানানের চৈতন্য’র নাম নিয়ে দিনরাত লুট লুটে যাচ্ছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। রবিবার দুপুর থেকে বিদ্যালয়ের অধিকর্তা ডি বি দাসের নির্দেশে বিশিষ্ট শ্রেণির ক্লাস টিচাররা অভিভাবকদের টেলিফোন করেছেন। টেলিফোন করে স্পষ্টভাবে অভিভাবকদের বলা হয়েছে, সোমবার থেকে স্কুল শুরু হবে এবং সকল ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে আসতে হবে। কিন্তু শর্ত আছে। একেকজন ক্লাস টিচার থেকে শর্তের কথাটি শুনে স্বভাবতই অবাক হয়ে যান অভিভাবক কুল। রবিবার ফোন করে বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের বলা হয়, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসে টিউশন ফি অগ্রিম দিয়ে দিতে হবে। শুধু দিয়ে দেয়া নয়, স্কুল খোলার প্রথম দিনেই তিন মাসের অগ্রিম টাকা নিয়ে বিদ্যালয়ে আসতে হবে ছাত্রছাত্রীদের। ভয়াবহ শুনতে লাগলেও এটাই ডি বি রাজভূ। বিদ্যালয়ে যখন তখন ডি বিবাবুর একটাই কথা চলে এখন—রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উনার ভালো সম্পর্ক! আর একথা তিনি বিদ্যালয় চত্বরে এতবার বলেছেন যে, চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক থেকে শুরু করে অশিক্ষক কর্মচারীরা কেউই উনার বিরুদ্ধে একটি অক্ষর বলারও সাহস পান না। প্রতিবাদী কলম পত্রিকা ডি বি দাসকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। তিনি প্রকাশ্যে এসে বলুক যে, রবিবার উনার বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা কেউই এরকম কোনও টেলিফোন করেননি বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বাবা-মাকে। বাকিটা তখন প্রমাণ করা যাবে। কথা হচ্ছে, কোন সাহস এবং শক্তিবলে শহরের মহাকণ্ণ থেকে কয়েক শতাির দূরে অবস্থিত একটি বিদ্যালয়ের অধিকর্তা এভাবে আগাম তিন মাসের বেতন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন। গত বেশ কয়েক সপ্তাহে বিদ্যালয়গুলো বন্ধ ছিল। গত শুক্রবার রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক, ছাত্রছাত্রীরা পুনরায় বিদ্যালয়মুখী হতে পারবে। এই পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রথম দিনেই ছাত্রছাত্রীদের মা-বাবাকে আগাম তিন মাসের বেতন দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ অধার্টী ফোড অভিভাবক মহলে। এই প্রথমবার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এমন করল, তাও নয়। ডি বি দাস ১৯৯১ সাল থেকেই বিদ্যালয়টি নিয়ে এমন কাণ্ডকারখানা করে আসছেন বলে অভিযোগ। উনার একনায়কত্বের এই বিদ্যালয় চলে। নিদু’কোরা বলেন, উনার নির্দেশ ছাড়া বিদ্যালয়ের গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত নড়তে পারে না। বিজ্ঞানী বি এস দামোদরা স্বাক্ষীকে দিয়ে ১৯৯১ সালে এই বিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু। ত্রিপুরা মধ্যািক্ষা পর্ষদ অধীনে ৯ বছর থাকার পর বিদ্যালয়টি ধীরে ধীরে সিবিসএসইতে রূপান্তরিত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের কিভাবে ডি বি দাস বেতন বৈষম্যে ভরিয়ে রেখেছেন তা বিদ্যালয় চত্বরে কান পাতেইনি শোনা যায়। বিদ্যালয় খোলার প্রথম দিনেই তিন মাসের টাকা একসঙ্গে নিয়ে যেতে হবে ছাত্রছাত্রীদের বা অভিভাবকদের জমা করতে হবে নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে, তা মেনে নেওয়া কষ্টকর। রবিবার বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা টেলিফোন করে অভিভাবকদের বলেছেন, যদি কেউ না দিতে পারে তাহলে বিদ্যালয়ের সুনির্দিষ্ট ক্লাসের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে সেসব ছাত্রছাত্রীদের বাদ দিয়ে দেওয়া হবে।

‘ভোটের ভয় পাচ্ছে বিজেপি’

● প্রথম পাতার পর তিনি যা করছেন সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই করছেন। এখানে হংস কুমার ত্রিপুরার কাছ থেকে তিনি কিছু চাননি। আর ভিলেল কমিটির ভোট নিয়ে বিজেপি ভয় পাচ্ছে বলেও এদিন তিনি অভিযোগ করেন। করোনা পরিস্থিতিতেও এ রাজ্যে পরসভা, নগর পঞ্চায়েতের ভোট হয়েছে। উত্তর প্রদেশে ভোট হচ্ছে, মণিপুরে ভোট হচ্ছে, কোথাও কোনও অসুবিধা না থাকলেও শুধু এডিসির ভিলেল কমিটির ভোট চৈয়মার কাছে। রাজ্যে জোটের ভোট চৈয়মার কাছে থাকার পর বিদ্যালয়টি ধীরে ধীরে সিবিসএসইতে রূপান্তরিত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের কিভাবে ডি বি দাস বেতন বৈষম্যে ভরিয়ে রেখেছেন তা বিদ্যালয় চত্বরে কান পাতেইনি শোনা যায়। বিদ্যালয় খোলার প্রথম দিনেই তিন মাসের টাকা একসঙ্গে নিয়ে যেতে হবে ছাত্রছাত্রীদের বা অভিভাবকদের জমা করতে হবে নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে, তা মেনে নেওয়া কষ্টকর। রবিবার বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা টেলিফোন করে অভিভাবকদের বলেছেন, যদি কেউ না দিতে পারে তাহলে বিদ্যালয়ের সুনির্দিষ্ট ক্লাসের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে সেসব ছাত্রছাত্রীদের বাদ দিয়ে দেওয়া হবে।

নির্বাচনের দিকে যেতে পারছেন না তারা। এর কিছুক্ষণ পরই ভিলেল ভোট নিয়ে বিজেপিকে কার্যত এক হাত নিয়েছেন প্রদ্যোত মাণিকা। ঘনিষ্ঠতার বদলে দুই দলের মধ্যে মত পার্থক্য যে আরও তীব্রতর হচ্ছে এবং ত্রিপ্রা মথার চেয়ারম্যান প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ যে ঝাঁঝালো ভাবেই বিজেপিকে আক্রমণ করছেন তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পাহাড়েও শুধুমাত্র ২০টি আসনই নয়, ত্রিপ্রা মথা আরও বেশি আসনে প্রার্থী দেবে বলেও এদিন জানিয়ে দিয়ে বিজেপির রক্তচাপ জোঁত সঙ্গী আইপিএফটির রাজনৈতিক অবস্থা পাহাড়ে যে প্রায় ভগ্নুরের পর্যায়ে এসে পড়েছে এবং দলের বেশিরভাগ কর্মীরাই যে তিপ্রা মথায় মিশে গিয়েছেনও, তা আইপিএফটি শুধু নয়, বিজেপির কাছেও সুস্পষ্ট। এই পরিস্থিতিতে

ত্রিপ্রা মথা কাছের জোট না করে আলাদাভাবে নিজস্ব ঢংগু পাহাড়ের ২০টি আসনে লড়াই করা এবং উপজাতি ভোটকেপ্রার্থী সমতলের বেশ কিছু আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথা এদিন ঘোষণা করেছেন। এর ফলে নিশ্চিতভাবেই শাসক বিজেপির ভোট ব্যান্ডে টান পড়তে পারে এবং নিশ্চিত ক্ষমতা দখলের পথে জোর বাঁধা আসতে পারে।। তবে এখন পর্যন্ত ত্রিপ্রা মথা কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট না করলেও আগামীতে সেই দরজাও খোলা রেখেছেন তিনি। প্রদ্যোত মাণিকা এদিন বলেছেন, এখনও পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট নিয়ে আলোচনা হয়নি। তবে কোনও রাজনৈতিক দল আলোচনা করতে চাইলে পেছনের দরজা দিয়ে নয়, একেবারে সামনের দরজা দিয়ে

এগিয়ে আসার জন্যও তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। তবে প্রদ্যোত মাণিকা মুখে প্রকাশ না করলেও জোটের ব্যুঁ তিনে যে কংগ্রেসের দলেরই বৃঁ কে রুখতে পারেন, এটা সুস্পষ্ট। কারণ, নয়াদিল্লিতে ত্রিপ্রা ল্যান্ডের দাবিতে তাদের ধর্না মাঞ্চে এসে ত্রিপ্রা মথার অঙ্গোলনের প্রতি কার্ভে সংহতি জানিয়ে গিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা দীপেন্দর সিং হোড়া। সৈদিক থেকে আগামীর জোট নিয়েই পঞ্চদশ এবং চার কল্যা পূর্ণা দে, বর্ণা মাইতি, বর্ণা দে, অপর্ণা কর্মকার সহ গুণমুগ্ধদের রেখে গেছেন। রবিবার দুপুরে কলকাতার সিরিটি শ্মশানে পঞ্চভূতে বিনিন হন সঙ্গীতপ্রিয় গীতারানি দেবী।

বছর না ঘুরতেই ‘অপরাধ’ মুকুব করলো প্রদেশ বিজেপি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। পাহাড়ে সংকট দেখছে বিজেপি? যাদের বিরুদ্ধে বিস্মারক অভিযোগ তুলে দল থেকে বহিষ্কার করা হলো, তাদেরকেই এবার ‘জামাই আদরে’ প্রদেশ কার্যালয়ে এনে প্রত্যাহার করানো হলো তাদের উপর আরোপিত ‘অপরাধ কার্যকলাপ’। রাজনীতিতে তাও সম্ভব। এটা



পরিকারই করলেন বিজেপির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায়। গুরুত্বেরই বললেন এডিসির নির্বাচনের আগে ৯ জন কার্যকর্তার বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এখন বিজেপির প্রদেশ সভাপতির সাথে এই বহিষ্কৃত কার্যকর্তারা দেখা করে বিস্তৃত কথা বলেছেন। টিংকু রায় এই বিষয়গুলো উল্লেখ করে বলেছেন, প্রদেশ সভাপতি তাদের উপর আরোপিত বহিষ্কারের আদেশে প্রত্যাহার করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির এসটি মোচার অন্যতম নেতা তথা এডিসির বিরোধী দলনেতা হংসকুমার ত্রিপুরাও উপস্থিত ছিলেন। টিংকু রায় জানিয়েছেন, বিজেপি যাদেরকে ৬ বছরের জন্য বহিষ্কার করেছিল তাদেরকে ক্ষমা করেছে। কারণ, দলীয় শৃঙ্খলা বিরোধী কাজের জন্য তারা দুঃখ প্রকাশ

কোমড় সোজা করে দাঁড়াতে পারবে এমন সিদ্ধান্তেও রাজনৈতিকমহল প্রস্তুত একে দিয়েছে। সমীকরণ যেন পাল্টে যাচ্ছে পাহাড়ের। ডাবল ইঞ্জিনের পাচি-গণিত, বীজ-গণিত উল্টে যাচ্ছে পাহাড়ে। সঙ্গীত জগতের ‘স্টারদের’ এনে যুব সমাজকে আকড়ে ধরার রাজনীতিও শক্তপোক্ত হচ্ছে না। এবার যাদের বিরুদ্ধে বহিষ্কার করা হলো তাদেরকে যদি কোনও রাজনৈতিক দল লুফে নেয় আখেরে ক্ষতি হবে বিজেপির। তাদের উপর থেকে বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার হলো তারা হলেন- অস্পিনগর জনজাতি মোচার নেতা মঙ্গল সিং কলয়, ধলাই জেলার বিকাশ চাকমা, পোচারদলের ডি কে রিয়াং, এসসি মোচার দুলাল দাস, সুকোমল বিশ্বাস (ধলাই জেলা এসসি মোচা), তপন রায় (করমছড়া মণ্ডল), জুসেফ লাল ফামকিমা

(করমছড়া মণ্ডল), সুকুমতি দেববর্মা (কুষ্ণপুর মণ্ডল), ব্রজেন্দ্র দেববর্মা (আমবাসা মণ্ডল)। তাদের উপর থেকে আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়ার বিষয়ের সাথেই পাহাড়ের রাজনীতিতে বিজেপির অবস্থান দুর্বল বলেই প্রমাণ হলো। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, পাহাড়ি বিজেপি ঘুরে দাঁড়াতে পারছে না। ত্রিপ্রা মথার দাপটে ডাবল ইঞ্জিনের সরকারে থাকা বিজেপি এখন খুঁজে খুঁজে বের করছে কাদেরকে ক্ষমতার দাপটে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তবে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ৬ বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে তাদেরকে এক বছরের কম সময়ের মধ্যেই ক্ষমা প্রদর্শন কিংবা বহিষ্কার মুকুব করার সিদ্ধান্ত সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েই আলোকবৃত্তে নিয়ে এসেছে শাসক বিজেপি। এদিকে এডিসির হংসকুমার ত্রিপুরা পরিস্থিতি উল্লেখ করে দাবি করেন, তার একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে অপপ্রচার চলছে। তিনি এই বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলতে চান তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন তাকে বিকৃত করা হয়েছে এবং তিনি তার জবাবে বলেছেন, জনজাতিদের প্রকৃত বিকাশ সম্ভব বিজেপির মাধ্যমেই। রাজ্যের ক্ষমতায় বসে বিজেপি তা প্রমাণ করেছে। কিন্তু ত্রিপ্রা মথা পরিচালিত এডিসি প্রশাসন জনজাতিদের বিকাশ ঘটাতে পারেনি। তবে তিনি এও বলেছেন, গ্রেটার ত্রিপ্রাভ্যন্ত ভিত্তিও তা বাজি। এটা বিল বা আইনে পরিণত করার জন্য রাজ্যপালের কাছেও কিছু পাঠানো হয়নি। আসলে যুবকদের বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছু নয়। নির্বাচনি বৈতর্যী পার হওয়ার কৌশল গ্রেটার ত্রিপ্রাভ্যন্ত। বিজেপি জনজাতি বিরোধী নয়। জনজাতি বিরোধী যারা তারাই মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। স্পষ্ট ভাষায় বললেন হংসকুমার ত্রিপুরা।

ধর্মঘট সফল করার লক্ষ্যে গণকনভেনশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩০ জানুয়ারি।। রবিবার বিশালগড় অফিসটিলাস্থিত সিপিআইএম কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় গণকনভেনশন। আগামী ২৮ এবং ২৯ মার্চ সারা দেশে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলি। দুদিনের ধর্মঘটকে রাজ্যেও সফল করতে চাইছেন বাম শ্রমিক সংগঠনের নেতারা। তাই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চলছে বিভিন্ন কর্মসূচি। তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন সিপিআইএম কার্যালয়ে শ্রমিক সংগঠনগুলোর ডাকে গণকনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম সিপাহিজলা জেলা কমিটির সম্পাদক ভানুলাল সাহা, সিদ্দিকুর রহমান, বিষ্ণুপদ ভৌমিক প্রমুখ। এদিনের কনভেনশনে কর্মী সমর্থকদের ব্যাপক সংখ্যায় উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। কিভাবে ধর্মঘটকে সফল করা যায় সেই বিষয়ে কর্মী সমর্থকদের পরামর্শ দিয়েছেন সিপিআইএম নেতারা। তারা জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মঘটের মূল বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। যাতে করে সব অংশের মানুষ এই ধর্মঘটকে সমর্থন করেন।

প্রতিবাদ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। আরআরবি, এনটিপিসি পরীক্ষার ফলাফল কেলেঙ্কারির অভিযোগে তুলে ময়দানে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন। এই কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় বিহার পুলিশের বরতর শিকার হয়েছে প্রতিবাদীরা। বিজেপি সরকারে এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব। এই ইস্যুতে সরব সংগঠনের রাজ্য কমিটিও।

শ্রদ্ধাঞ্জলি



কংগ্রেস ভবনে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কর্মসূচির আয়োজন করেছে পিসিসি। এই পর্বে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিন্ধা, প্রাক্তন মন্ত্রী লক্ষ্মী নাগ, সুব্রত সিং, যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ধীমান রায়, এনএসইউআই প্রদেশ সভাপতি সন্জাট রায়, মহিলা কংগ্রেসের নেত্রী পূর্ণিমা সাহা-সহ অন্যান্যরা।



সিপিআই সদর বিভাগীয় দফতরে মহাত্মা গান্ধীর ‘শহিদান দিবস’ পালন করা হয়। এই পর্বে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাজ্য সহ-সম্পাদক ডা. যুধিষ্টির দাস, সিপিআই নেতা রমেন্দ্র দত্তগুপ্ত, মিলন বেদা, অরুণ সেনগুপ্ত, ধনম্যি সিং, জয়া বিশ্বাস, তুলসী দাস কপালী, ব্রহ্মমজীং সেনগুপ্ত-সহ অন্যান্যরা।



তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগেও মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। দলের রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক-সহ অন্যান্যরা সার্কিট হাউসস্থিত গান্ধী মূর্তি প্রাঙ্গণে গিয়ে সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আগরতলা ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এদিন শ্রদ্ধার সাথে জাতির জনক গান্ধীজীকে স্মরণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।



টিডিএফ’র উদ্যোগেও মহাত্মা গান্ধীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আগরতলায় দলের কার্যালয়ে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সেখান থেকে সকলে র্যালি সংগঠিত করে সার্কিট হাউসস্থিত গান্ধী মূর্তি প্রাঙ্গণে মিলিত হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই পর্বে উপস্থিত ছিলেন পীযুষ কান্তি বিশ্বাস, তেজেন দাস, পূজন বিশ্বাস-সহ অন্যান্যরা।

শূন্যপদ পূরণের আশায় অধিকর্তার কাছে জিওএস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। গেজেটেড অফিসার্স সংঘ ত্রিপুরা প্রদেশের এক প্রতিনিধি দল কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতরের অধিকর্তা শরদিন্দু দাসের সঙ্গে দেখা করে জ্বলন্ত সমস্যাগুলো তুলে ধরেছে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তপন দাস, সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস রায়, সম্পাদক দেবাশিস বর্মণ, অফিস সম্পাদক সুমন্ত নন্দী, সংশ্লিষ্ট দফতরের কারিগারি ইউনিটে সভাপতি বেণুরঞ্জন গোস্বামী। তাদের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যের এই দফতরের কারিগারি শাখায় এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার থেকে সুপারিটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গ্রেড-১ থেকে অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গ্রেড-২ থেকে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গ্রেড-১ পদে

প্রমোশন দেওয়ার বিষয়টিই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাতে কারিগারি শাখায় এখনও পর্যন্ত প্রমোশন না হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, কৃষি দফতরের ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার থেকে চিফ ইঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত ৮টি পর্যায় ১৩৬টি পদের মধ্যে ৭০টি পদই শূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। তাছাড়া জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের ৪১টি পদে দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে কোনও নিয়োগ নেই। বর্তমানে কৃষি কারিগরি বিভাগের অবস্থা শোচনীয়। বিষয়গুলো উল্লেখ করে এই বিভাগের উন্নতি দাবি করেছে সংগঠন। দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, চিফ ইঞ্জিনিয়ার পদে কোনও পদোন্নতি নেই। গত ১৫ বছর ধরে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পদেও পদোন্নতি নেই। ১৯৯২ এবং ১৯৯৬

সালে অ্যাডহক ভিত্তিতে নিযুক্ত হওয়া ১৫জন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের অবস্থাও শোচনীয়। নিয়মিতকরণ নিয়েও অনেক প্রশ্ন রয়েছে। সারা রাজ্যে বর্তমানে অনেক সমস্যা। বিশেষ করে এই সংগঠনের বিভিন্ন শাখায় কাজ করানোর বিষয়টিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সারা রাজ্যে মাত্র একজন এই দফতরের ই লেকটি ক্যাল ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন। তার পক্ষে গোটা রাজ্য সামালানো দুষ্কর। এই পরিস্থিতিতে একটি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সাব ডিভিশন, রাজ্যের ৮টি জেলায় একটি করে ৮জন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-সহ ন্যূনতম ১০জন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের প্রস্তাব রাখা হয়। অফিসার্স সংঘের তরফে অধিকর্তার কাছে সব বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবিও জানানো হয়।

শ্রীহট্ট সন্মিলনীর মেগা স্বাস্থ্য শিবির প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। গত শুক্রবার শ্রীহট্ট সন্মিলনী ত্রিপুরা শাখার উদ্যোগে বিশালগড় রুকের অন্তর্গত কমলাসাগর চা-বাগানে একটি মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য শিবিরে বিশিষ্ট শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. সত্যজিৎ চক্রবর্তী এবং ডা. অমিতাভ দেব চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন। শিশু এবং বয়স্ক মিলে ১৫৮ জনের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয় ওই শিবিরে। তাদেরকে বিনামূল্যে ওষুধ বিলি করা হয়। স্বাস্থ্য শিবির পরিচালনায় ছিলেন শ্রীহট্ট সন্মিলনীর সভাপতি প্রমোদলাল ঘোষ, সম্পাদক বিপ্লব দেব, সহ-সম্পাদক সঞ্জয় চন্দ এবং কোষাধ্যক্ষ কিশোর ভট্টাচার্য। তাদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন উপস্থিত অতিথি-সহ এলাকার জনগণ।



একই অ্যাপয়েন্টমেন্টেই নিযুক্ত মমতা-বিপ্লব, বিস্ফোরক মনোজ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। বিজেপি এবং তৃণমূল একই সূত্রে গাঁথা। বিজেপি-তৃণমূল একই জায়গা থেকে সৃষ্টি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একই জায়গা থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছেন। কথাগুলো বললেন আরএসপি’র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভট্টাচার্য। দুদিনের রাজ্য সফরে এসে রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন তিনি।

মেলার মাঠস্থিত আরএসপি’র রাজ্য কার্যালয়ে দলের রাজ্য কমিটির বৈঠকেও অংশ নিয়েছেন তিনি। বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলতে গিয়ে বিজেপি এবং তৃণমূলকে একমুখে রেখে আক্রমণ শাণিত করলেন মনোজ ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, বিজেপি এবং তৃণমূলকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই। বিজেপি-তৃণমূল একই খেলায় মেতে উঠেছে। তাদের কাজে মানুষের দাবি বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে রাজনীতি নিয়ে খেলা করা। কেউ গোটা দেশে খেলছে, কেউ পশ্চিমবঙ্গে খেলছে। মনোজ ভট্টাচার্যের দাবি, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ লজ্জিত। পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে

নির্বাচন। যদি মানুষ ভোট দিতে পারে তাহলে ফলাফল প্রমাণ হয়ে যাবে বিজেপির পক্ষে কেউ নেই। সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মনোজ ভট্টাচার্যের দাবি, ত্রিপুরার যে পরিস্থিতি সেটা গোটা ভারতবর্ষের পরিস্থিতির অভিমুখ এক। সারা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই বিজেপি সর্বনাশ করে দিয়েছে। ত্রিপুরাকে আলাদাভাবে দেখার সুযোগ নেই। দেশের সম্পদ বিক্রি থেকে শুরু করে নানা ক্ষেত্রের অভিযোগ তুলে বর্তমান ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সাড়াশি আক্রমণ হানেন মনোজ ভট্টাচার্য। রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়েও কথা বলেছেন সর্বভারতীয় এই বাম নেতা। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে আরএসপি’র রাজ্য সম্পাদক

সুদর্শন ভট্টাচার্য, দীপক দেব, প্রাক্তন মন্ত্রী গোপাল দাস, জয় গোবিন্দ দেবরায়-সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের রাজ্য কমিটির বৈঠক থেকে ৬ দফা দাবি সনদ গৃহিত হয়েছে। রেগা ও টুয়েপ প্রকল্পে মজুর বৃদ্ধি-সহ ১০০ দিনের কাজ নিশ্চিত করা, কৃষি জমিতে পুষ্টি পরিমাণে জলসেচের ব্যবস্থা করা, কৃষি যন্ত্রপাতি - বীজ - সার-কীটনাশক ওষুধ সহজমূল্যে প্রদান করা, সরকারি ব্যবস্থাপনায় লাভজনক দাম দিয়ে কৃষকের ফসল কেনা, রান্নার গ্যাস-সহ গৃহপেঁয়গের দাম বৃদ্ধি রোধ করা, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম মানুষের নাগালের মধ্যে বেঁধে দেওয়া, ১০৩২৩৩ স্থায়ী সমাধান, শূন্যপদ পূরণ, রাজনৈতিক সন্ত্রাস বন্ধ করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা ইত্যাদি। এসব ইস্যুতে আরএসপি এখন আন্দোলন তেজি করবে।

সিপিএম’র অভিযোগ

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। শনিবার সকাল ৮টা নাগাদ বিলোনিয়া শহরের উপকণ্ঠ আমজাদনগর বাজারে সিপিআইএম-’র উদ্যোগে ১৯৯৩ সালে কংগ্রেস যাতকদের হাতে নিহত যুবকমী প্রদীপ চক্রবর্তীর শহিদান দিবস উদ্‌যাপন করার সময় বিজেপি আশ্রিত কিছু সহোদ্রােধী বাধা সৃষ্টি করে। তাদের ফরমান বাজারে সিপিআইএম-’র কোনও কর্মসূচি করা যাবে না। সেসময় বাজারে উপস্থিত জনগণ এগিয়ে আসলে সেখান থেকে সরে যায় তারা। তারপর বহিরাগত আরও লোকজনকে জড়ো করে দুপুর ১১টায় এবং সন্ধ্যা ৬টায় পরপর দু’বার আমজাদনগর বাজারে লাঠিসোটা নিয়ে আক্রমণ সংঘটিত করে নিরীহ ও গরিব ব্যবসায়ীদের দোকানপাট ভাঙচুর ও সামগ্রী লুটপাট করে। বিজেপি দুক্‌তিদের এ জাতীয় হামলায় অতিষ্ঠ হয়ে দলমত নির্বিশেষে এলাকারাধী এবং ব্যবসায়ীরা প্রতিরোধ গড়ে তুললে তারা পালাতে বাধ্য হয়। এতে দু’পক্ষেরই বেশ কয়েকজন আহত হয়। এই ঘটনায় বিলোনিয়া মহকুমার সিপিআইএম নেতৃত্ব দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার এসপি এবং বিলোনিয়া থানা কর্তৃপক্ষের সাথে নিরস্তর যোগাযোগ রেখে হস্তক্ষেপ না করলে ঘটনা আরও বহুদূর এগিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু অতি বিষ্ময়ের ঘটনা হল বিলোনিয়া থানার পুলিশ দোষী বিজেপি দুক্‌তিদের কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে শাসক দলের উপরতলার চাপে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা সন্ত্রাস দপ্তর তাপস দত্ত এবং আশিস দত্ত-সহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। বিদ্যুৎ নিগমের এমডি এম এস কেলের বিরুদ্ধে সরব সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা। বর্তমান প্রেক্ষিতে রাজ্যের বৃহৎ কেলেঙ্কারির অভিযোগে অভিযুক্ত কেল-কে নিয়ে এদের মুখ খুললো রিএমএস অন্তর্ভুক্ত বিদ্যুৎ নিগম কর্মচারীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন। রাজ্য সরকার যা সিদ্ধান্ত নেবে সংগঠন তা মেনে নেবে। শুধু তাই নয়, এই সমস্যার মধ্যে নিগমের এই গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থাকা কেল কারোর সাথেই সহযোগিতা করেনি বলে অভিযোগ। এদিকে বিভিন্ন সময় যারা অতিরিক্ত সময় কাজ করছে তাদের জন্য অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হতো। ২০১৮

সালের পর তাদের আর কোনও পারিশ্রমিক দেওয়া হয়নি। এদিকে বিদ্যুৎ নিগমের ওয়ার্কার্স ও এমপ্লয়িজ সংঘের তরফে ৪৬৩জনকে (হেঙ্কার ডেড টু) রেগুলার করায় উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎমন্ত্রী বীষ্ণু দেববর্মা-সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সেই সাথে কর্মচারীদের সমস্যাগুলোও মিটিয়ে দেওয়ার আশা প্রকাশ করেছেন সংঘের পর্যবেক্ষক প্রবীর রঞ্জন বিশ্বাস। তাছাড়া নিগমের কাজকর্ম আন্তরিকভাবে করার বিষয়টিও এদিন সংঘের তরফে অঙ্গীকারের সঙ্গে ঘোষণা করা হয়।




ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩x৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।

ক্রমিক সংখ্যা — ৪২১									
4	3	2	7	6	9	1	5	8	
9	8	5	3	2	1	6	7	4	
7	6	1	4	8	5	3	2	9	
3	1	7	6	9	8	2	4	5	
2	5	9	1	3	4	8	6	7	
8	4	6	2	5	7	9	1	3	
6	2	4	9	7	3	5	8	1	
5	7	3	8	1	2	4	9	6	
1	9	8	5	4	6	7	3	2	

আজ রাতের ওষুধের দোকান শংকর মেডিকেল স্টোর ৯৭৭৪১৪৫১৯২

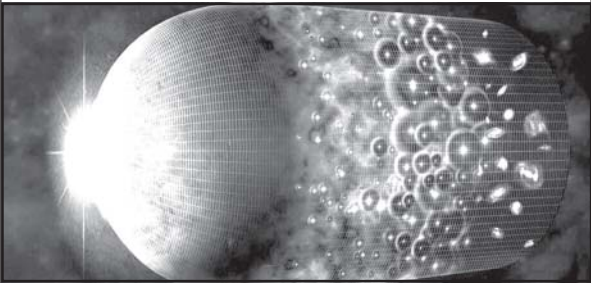
আজকের দিনটি কেমন যাবে

 **মেঘ** : অহেতুক মাথা গরম করে নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। জ্বোথের বশে লোকদের সঙ্গে ভুল বোঝাবিধির সৃষ্টি করবেন না। চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভ। বাহ ও উরুতে আঘাত লাগার প্রবণতা বেশি। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি শুভ হলেও নানা সমস্যা দেখা দেবে। বুধ : দীর্ঘদিনের পুরনো শারীরিক সমস্যা নতুন করে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। একাধিক শুভ যোগাযোগ আসবে, যা উপার্জন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। শেয়ার বা ফাটিকায় বিনিয়োগের প্রবণতা সমস্যায় ফেলতে পারে। ব্যবসায়ীদেরও চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভ। **মিথুন** : দিনটিতে এই রাশির জাতক-জাতি কাদের উপার্জন ভাগ্য শুভ। তবে রাগ জেদ মনন করা দরকার। ব্যবসায়ীরা শুভ। গৃহস্থান শুভ থাকায় তেমন কোনো সমস্যা হবে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহযোগী মনোভাব থাকবে। **কর্কট** : স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। আর্থিক ভাগ্য মধ্যম প্রকার। গৃহ পরিবেশ মনোরম হয়ে উঠবে। **সিংহ** : শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে শুভাশুভ মিশ্রভাব লক্ষ্য করা যায় দিনটিতে। মানসিক উদ্বেগ থাকবে। কর্মের ব্যাপারে কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষেত্রে অশুভ ফল নির্দেশ করছে শত্রু মাথা ছাড়া দিয়ে উঠবে। নিজেকে সংযত থাকতে হবে। গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে। **কন্যা**: শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। তবে মানসিক অবসাদের ক্ষেত্রে উন্নতি দেখা যায়। **কম্বেলে** কিছুটা ঝামেলা থাকবে। আর্থিক ক্ষেত্রে মিশ্র ফল পরিলক্ষিত হয়। শত্রু পক্ষ অশান্তি সৃষ্টি করবে। মামলা মোকদ্দমায় না যাওয়াই ভালো। গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। **তুলা** : দিনটিতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। মানসিক

 **অবসান থেকে কিছুটা মুক্তি**। কর্মস্থল নির্ভঙ্গাটে কাটবে। আর্থিক ক্ষেত্রে শুভফল নির্দেশ করছে। সাফল্যের পথে কোনও বাধা থাকবে না। শত্রু হ্রাস পাবে। গৃহ পরিবেশে অনুকূল থাকবে। **বৃশ্চিক** : শরীর স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া দরকার। সম্মানহানির সম্ভাবনা আছে দিনটিতে। তাই চলাফেরায় সতর্ক থাকতে হবে। শুভ শ্রদ্ধা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। চাকরিজীবী এবং ব্যবসায়ীদের উপার্জন ভাগ্য শুভ। তবে ব্যবসায় নানান সমস্যায় সম্মুখীন হতে হবে। মাথা ঠান্ডা রেখে চলতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকতে হবে। **ধনু** : দিনটিতে জাতক-জাতি কাদের জন্য শুভ। মানসিক দিকও ভালোই যাবে। পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। তবে আত্মীয় গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে চলবেন। ব্যবসায়ীদেরও সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হবে। **মকর** : দিনটিতে মাথা ঠান্ডা রেখে চলবেন। কর্মক্ষেত্রে উপরওয়াল ও সহকর্মীদের সঙ্গে মিলে মিশে চলুন। আর্থিক দিনটা খারাপ নয়। তবে ব্যয় পরিহার করুন। বিশেষ করে অযথা ব্যয় করবেন না। **কুম্ভ** : স্বাস্থ্য ও মানসিক দিকও ভালোই যাবে। বন্ধু থেকে উপকৃত হতে পারেন। পারিবারিক পরিবেশকে আনন্দদায়ক থাকবে। কর্মক্ষেত্রে সামান্য ঝামেলা হতে পারে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা খারাপ হবে না। **মীন** : দিনটিতে কর্মক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ বজায় থাকবে। স্বাস্থ্য ভালো যাবে। কোনো সমস্যা দেখা দেবে না। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে একটু দূরে থাকবেন। দিনটিতে মনের শান্তি বিঘ্ন হবে না। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি ততটা শুভ নয়।

জানা অজানা

গুপ্ত কণিকাদের খোঁজে



অমূল্য রতন খুঁজে পাওয়ার জন্য ছাই উড়িয়ে দেখতে বলেছেন পণ্ডিতেরা। তা পণ্ডিতদের কথা একেবারে বিফলে যায় না। ছাইয়ের মধ্যে না হলেও কয়লার খনিতে মেলে অমূল্য রতন যাকে আমরা হীরকখণ্ড বলি। তেমনি অধরা কণাদের খুঁজতেও মাটির গভীরে যেতে হয় বিজ্ঞানীদের। বিশ্বের তাবৎ কণা ডিটেকটরগুলো সব মাটির নিচে বসানো হয়েছে। তাহলে কি ডার্ক ম্যাটার অর্থাৎ গুপ্ত কণাদের খুঁজতেও মাটির নিচে যাওয়ার দরকার হবে? হ্যাঁ, মাটির নিচে গবেষণাগার বানিয়ে যেমন ডার্ক পার্টিকেল ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে, তেমনি মহাকাশে নভোযান পাঠিয়েও চাছে এই অদৃশ্য কণাদের খোঁজ। কিন্তু যারা সাধারণ কণাদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে না, করে না কোনো আলোকরশ্মি বিকিরণ, তাদের দেখা মিলবে কীভাবে? বিজ্ঞানীরা আশা ছাড়তে রাজি নন। বিখ্যাত বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমেই মহাবিশ্বের জন্ম। অর্থাৎ বিগ ব্যাংয়ের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বের সব কণিকার জন্ম। সুতরাং ডার্ক ম্যাটারের কণাদের জন্ম বিগ ব্যাংয়ের মাধ্যমেই হয়েছে বলেই বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তা—ই যদি হয়, সাধারণ দৃশ্যমান কণাদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া কখনো-সখনো করতে পারে গুপ্ত কণারা। হ্যাঁ, এটা ঠিক, সেই মিথস্ক্রিয়া হরহাশোমই ঘটে না। কিন্তু ঘটে না। বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রতি সেকেন্ডে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডার্ক বা গুপ্ত কণিকা বয়ে যাচ্ছে গোটা মহাবিশ্বের সব জায়গা দিয়ে। আমাদের পৃথিবী এমনকি আমাদের শরীর ভেদ করেও বয়ে যাচ্ছে অজস্র গুপ্ত কণা। সেই পার্টিকেলগুলো একেবারে নিবিয়্যে বেরিয়ে আসছে, তা নর্যা। মার্কোমধ্যে তারা দৃশ্যমান পরমাণুদের নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। সেই সংঘর্ষের বতিপদে তারা গিয়ে গুপ্ত কণিকাদের গতিপদে। তারা যেমিকে ছুটছিল, নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সংঘর্ষের পর উল্টো দিকেও ফিরে আসতে পারে। এই সংঘর্ষের ফলে তৈরি হবে শক্তি। সেই শক্তিই খুঁজে দেবে গুপ্ত কণাদের খোঁজ। ডার্ক ম্যাটার কণিকাদের খোঁজার জন্য একটা ডিটেকটর বসানো হয় যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে, মাটির নিচে। পুরো প্রকল্পটির নাম ক্র্যোজেনিক ডার্ক ম্যাটার সার্চ বা সিডিএমএস। এই প্রকল্প যখন শুরু হয়, তখন এগিয়ে আসে যুক্তরাষ্ট্রের আরেকটি বিখ্যাত মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে আরেকটি ডিটেকটর স্থাপন করে পূর্ব মিনেসোটার সাউন্ডার খনির ভেতরে। এটা আরেকটু উন্নত সংস্করণ। তাই এর নাম রাখা হয় সুপার সিডিএমএস। সিডিএমএস ডিটেকটরের মূল উদ্দেশ্য তিন মার্কিন গবেষক ব্রায়ান কাবরেরা, লরেন্স ক্রাউয়াস ও ফ্রাঙ্ক উইজেক। তাঁরা ১৯৮০-এর দশকের মধ্যভাগে সিডিএমএস ডিটেকটর বসানোর উদ্যোগ নেন। সিডিএমএসের ডিটেকটরে গুপ্ত কণাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে না। চেষ্টা মজার। এই ডিটেকটর তৈরি হয় অর্ধপরিবাহীর কেলাস দিয়ে। ডিটেকটরটি এমনভাবে তৈরি, ডার্ক ম্যাটার কণা এসে আঘাত করলেই এর তাপমাত্রা বেড়ে পাবে। সেই তাপমাত্রাই জানিয়ে দেবে ডার্ক পার্টিকেলের উপস্থিতির খবর।

আঘাতে ডিটেকটরের তাপমাত্রা কতটুকু বাড়বে? সেই বাড়তি তাপমাত্রার খোঁজ কি আসে শনাক্ত করা যাবে, নাকি সেটি হারিয়ে যাবে পরিবেশের তাপমাত্রার ভিড়ে? গবেষকেরা অত্যন্ত সাবধানী। তাঁরা ডিটেকটরটি এমন জায়গায় রেখেছেন, সেখানকার তাপমাত্রা মিলি কেলভিনেরও কম। অতি শীতল সেই জায়গার তাপমাত্রার সামান্য হেরফের হলেই ডিটেকটর সেটা জানিয়ে দেবে। আর বিজ্ঞানীরা জেনে যাবেন, ডার্ক ম্যাটারের বিশ্ব থেকে কোনো আগন্তুক এসেছিল! এই ডিটেকটরে ব্যবহার করা হয় জার্মানিয়ামের কেলাস। ডার্ক ম্যাটার কণা এসে এতে আঘাত করলে এর তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। আর সেই তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য সেখানে থাকবে একটা সেমিকন্ডাক্টর বা অর্ধপরিবাহীর সেলর। সেই সেলরই বাড়তি তাপমাত্রা রেকর্ড করে জানিয়ে দেবে। একই ডিটেকটরে শুধু তাপমাত্রার বাড়ী-কমাই ঘটে না আরও কিছু ঘটনা ঘটতে পারে। যেমন বাইরে থেকে আসা কোনো কণা এসে আঘাত করলে এর জার্মানিয়ামের কেলাস কিছু পরমাণু ছিটকে বেরিয়ে আসতে পারে। আবার সেই কেলাস থেকে নির্গত হতে পারে আলোর ঝলকানি বা বিকিরণ। এই পরমাণু আর বিকিরণ নির্গত হওয়ার ব্যাপারটা থেকেও পাওয়া যেতে পারে গুপ্ত কণাদের হদিস। সাধারণ দৃশ্যমান কোনো কণার আঘাতে যদি পরমাণু বা বিকিরণ নির্গত হয়, তাহলে সেগুলোর পরিমাণ হবে অনেক বেশি। কিন্তু ডার্ক ম্যাটার কণার আঘাতে যদি পরমাণু আর বিকিরণ নির্গত হয়, সেগুলো খুব কম মাত্রায় নির্গত হতে পারে। এই যে ডিটেকটরের তাপমাত্রার পরিবর্তন দেখে ডার্ক ম্যাটার কণার শনাক্তের যেক পদ্ধতি, এর জন্য কেন বিজ্ঞানীদের ভূপৃষ্ঠে যেতে হলো? এর কারণ হলো আমাদের বায়ুমণ্ডল আর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ। প্রতিমুহূর্তে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন মহাজাগতিক রশ্মি আছড়ে পড়ছে আমাদের ভূপৃষ্ঠে। সেসব রশ্মি ডিটেকটরে গিয়ে আঘাত করলে ডিটেকটরের তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। তখন ভুল বোঝাবেন বিজ্ঞানীরা। তা ছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানা কাজে আমরা গ্যামারশ্মি, এক্স-রে, বেতার তরঙ্গ উভয় করছি। এসব বিকিরণও গবেষণাগারের সুরক্ষা প্রাচীর ভেদ করে ডিটেকটরে হানা দিতে পারে। তাই ডার্ক ম্যাটার খোঁজার জন্য যেসব ডিটেকর ব্যবহার করা হয়, মাটির নিচে সুড়ঙ্গ করে বা পরিভ্রাজ গভীর কোনো খনির ভেতরে ডিটেকটর বসিয়ে চলছে অনুসন্ধান। ভূগর্ভের ভেতরে মহাজাগতিক রশ্মি যেমন হানা দিতে পারে না, তেমনি আমাদের চারপাশে জন্ম হওয়া অবাঞ্ছিত বিকিরণের প্রবেশও সন্দেহে নিষেধ। শুধু সিডিএমএস ব্যবহার করেই ডার্ক ম্যাটার কণাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে না। চেষ্টা মজার। এই ডিটেকটর তৈরি হয় অর্ধপরিবাহীর কেলাস দিয়ে। ডিটেকটরটি এমনভাবে তৈরি, ডার্ক ম্যাটার কণা এসে আঘাত করলেই এর তাপমাত্রা বেড়ে পাবে। সেই তাপমাত্রাই জানিয়ে দেবে ডার্ক পার্টিকেলের উপস্থিতির খবর।

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

নিউইয়র্ক টাইমস’কে ‘সুপারি মিডিয়া’ বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি।। পেগাসাস নিয়ে নিউইয়র্ক টাইমস’র নতুন রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসতেই ফের অস্বস্তিতে কেন্দ্র। বিরোধীরা একযোগে সরকারকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করলেও কেন্দ্রীয় সরকারের সিনিয়র নেতামন্ত্রীরা সেভাবে মুখ খোলেননি। বিজেপির শীর্ষ নেতারাও এখনও এ নিয়ে নীরব। সব মিলিয়ে শাসক শিবিরের তরফে প্রতিক্রিয়া বলতে শুধু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মেজর জেনারেল ভি কে সিং যে টুইট করেছেন, সেটিই। মেজর জেনারেল ভি কে সিংয়ের দাবি, নিউইয়র্ক টাইমস’র রিপোর্ট বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রসঙ্গত ওই মার্কিন সংবাদপত্রের একটি প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, ২০১৭ সালেই ইজরায়েলি স্পাইওয়্যার পেগাসাস কিনেছিল ভারত। এরপরেই নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিরোধীরা এককটা হয়ে ফের কেন্দ্রের সমালোচনায় নেমেছে। সংসদের বাজেট অধিবেশনে এই নিয়ে বিরোধীরা ফের বাড় তুলতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি, সুপ্রিম কোর্টকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করার অভিযোগেও সরব বিরোধীরা। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৭ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরের সময় ইজরায়েলের সঙ্গে ২০০ কোটি ডলারের একটি চুক্তি সই করেছিল ভারত। সেই চুক্তির অন্যতম ছিল

পেগাসাস। যদিও এখনও পর্যন্ত পেগাসাস কেনা নিয়ে ভারত বা ইজরায়েল কোনও দেশের সরকারই মুখ খোলেনি। শুধু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি কে সিং এক টুইটে নিউইয়র্ক টাইমস’র ওই প্রতিবেদন নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন, “নিউইয়র্ক টাইমস তো সুপারি মিডিয়া। ওদের কি বিশ্বাস করা যায়?” দেশের প্রাক্তন কূটনীতিবিদ তথা রাষ্ট্রসংঘে ভারতের প্রাক্তন স্থায়ী প্রতিনিধি সৈয়দ আকবরউদ্দিনও খানিকটা একই সুরে কথা বলছেন। তাঁরও বক্তব্য, পেগাসাস নিয়ে নিউইয়র্ক টাইমস যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে সেটা বড়সড় ভুল এবং বিশ্বাসযোগ্য নয়। এদিকে শনিবার ভারত-ইজরায়েলের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাৎপর্যপূর্ণভাবে বলেন, “ভারত-ইজরায়েল সহযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন লক্ষ্য স্থাপনের এটাই সেরা সময়। আমরা যখন স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপন করছি, তখন তার মাত্র এক বছর বাদেই ইজরায়েলও তাদের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পালন করবে। দু’দেশই কূটনৈতিক সম্পর্কের ৩০ বছর উদযাপন করছে।” এদিকে নিউইয়র্ক টাইমস’র প্রকাশ করা নতুন এই রিপোর্টের ভিত্তিতে পেগাসাস মামলায় নতুন করে তদন্তের দাবিতে সুপ্রিম কোর্ট আর্জি দায়ের করেছেন আইনজীবী এমএল শর্মা।

পেগাসাস ইস্যুতে নতুন করে মামলা সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি।। পেগাসাস ইস্যুতে নতুন করে মামলা দায়ের সুপ্রিম কর্তা হল সুপ্রিম কোর্টে। নতুন আবদনে নিউইয়র্ক টাইমস’র একটি প্রবেশিতবের বিবেচনা করে দেখার আর্জি জানান হয়েছে। পাশাপাশি ২০১৭ সালে ভারত-ইসরায়েল প্রতিরক্ষার চুক্তিও খতিয়ে দেখার জন্য তদন্তের আদেশ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ২০১৭ সালে ইসরায়েলের সঙ্গে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রতিরক্ষা চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল পেগাসাস। সেই চুক্তির অংশ হিসেবে ভারত পেগাসাস স্পাইওয়্যার কিনেছিল বলে মিডিয়ে রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। যা নিয়ে নতুন করে পেগাসাস ইস্যুতে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। পেগাসাস ইস্যুতে নতুন মামলা দায়ের করেছেন অ্যাডভোকেট এমএল শর্মা। তিনি সুপ্রিম কোর্টে পেগাসাস নিয়ে যে

মামলাটি চলছে সেই মামলা দায়েরকারীদের মধ্যে একজন। তিনি আরোম বলেছেন, ২০১৭ সালে ভারত-ইসরায়েল যে চুক্তি হয়েছিল তা সংসদে অনুমোদন করা হয়নি। তাই তা বাতিল করা জরুরি। একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টকে একটি ফৌজদারী মামলা নথিভুক্ত করার জন্য উপযুক্ত নির্দেশ জারি করার ও বিচারের স্বার্থে স্পাইওয়্যার ক্রয় চুক্তি ও জনসাধারণের অর্থ অপর্যবহারের অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়ারও আর্জি জানিয়েছেন। “দ্যা ব্যালেন্স ফর দ্যা ওয়ার্লস মোস্ট পাওয়ারফুল সাইবারওয়েপন”- এই শিরোনামে দ্যা নিউইয়র্ক টাইমস’র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যে ইসরায়েলি ফার্ম এনএসও গ্রুপ থেকে প্রায় ১০ বছর ধরেই বিশ্বের একাধিক দেশের সরকার ও গোয়েন্দা সংস্থার কাছে সাবস্ক্রিপশনপে ভিজিভে নজরদারী

সফওয়্যার পেগাসাস বিক্রি করেছে। তবে সংস্থাটি কোনও বেসরকারি সংস্থাকে তাদের সফওয়্যার বিক্রি করেনি। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে আইফোন ও অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন ক্র্যাক করে সমস্ত তথ্য হাতিয়ে নেওয়া যায়। প্রতিবেদনে ২০১৭ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের ইজরায়েল সফরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে দীর্ঘদিন ধরেই ফিলিস্তানি কারণে ইসরায়েলের সঙ্গে শীতল ছিল ভারতের সম্পর্ক। সেখানে দীর্ঘদিন পরে মোদির ইসরায়েল সফর ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। মোদি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের সমুদ্রের ধারে হাটার কথাও উল্লেখ করে প্রতিবাদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদকে হাতিয়ার করে বিরোধীরা নিশানা করছে কেন্দ্রের মোদি সরকারকে।

১০ দিন ধরে মেয়ের দেহ আগলে মা

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি।। রবিনসন স্ট্রিট কাণ্ডের ছায়া এবার হাওড়ার শিবপুরে। জানা গিয়েছে, প্রায় ১০ দিন ধরে মেয়ের মৃতদেহ আগলে রেখেছিলেন মা। রবিবার সকালে শিবপুর থানার অর্গত মল্লিক পাড়া এলাকায় এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম শ্যামলী মল্লিক (৪৫)। তাঁর ৭০ বছরের বৃদ্ধা মা দীপ্তি মল্লিক ঘরের মধ্যে একা ১০ দিন ধরে মেয়ের মৃতদেহে আগলে বসেছিলেন বলে খবর। দু’জনেই শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। শ্যামলী মল্লিকের দেহটি এদিন উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয়

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

নভজ্যোত সিং সিধুর ঘড়ির দাম শুনলে লাগবে চমক

চণ্ডীগড়, ৩০ জানুয়ারি।। সিধুর একটি ঘড়ির দাম শুনলে চমকে যাবেন। সদ্য তিনি পাঞ্জাব নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পেশ করেছেন। হলফনামায় তিনি যা লিখেছেন সেখানকার তথ্য অনুযায়ী তাঁর সম্পত্তি বিপুল পরিমাণ, পাশাপাশি আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ হাত ঘড়ির মূল্যও। যার দাম সতিই চমকে দেওয়ার মতো। পাঞ্জাব কংগ্রেসের সভাপতি অমৃতসর পূর্ব আসন থেকে কংগ্রেসের হয়ে মনোনয়ন পেশ করেছেন। মনোনয়ন পেশের সঙ্গে দিল্লের ও স্ত্রীয়ে় সম্পত্তি নিয়েও হলফনামা দাা দিয়েছেন। সেই হলফনামা থেকে জানা গিয়েছে, দুটি আধুনিক এসইউভি গাড়ি আছে। তাঁর কাছে ৪৪ লক্ষ টাকা মূল্যের বেশ কিছু

ঘড়ি আছে। তাঁর স্বাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৩৫ কোটি টাকা। হলফনামায় সিধু জানিয়েছেন তাঁর স্বাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মোট পরিমাণ ৪৪ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা। এই সম্পত্তির মধ্যে সিধুর স্ত্রী তথা প্রাক্তন বিধায়ক নভজ্যোত কৌর সিধুর সম্পত্তি রয়েছে। সিধু যার মোট সম্পত্তি রয়েছে ৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকার। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে সিধুর মোট আয় ছিল ২২ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। ২০১৬-১৬ অর্থবর্ষে এই আয়ের পরিমাণ ছিল ৯৪ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। অর্থাৎ তাঁর আয় এখন কমছে। সিধুর কাছে ১৯ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা মূল্যের দুটি টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার এবং ১১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা মূল্যের টয়োটা

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

কোভিড মুক্ত লতা মঙ্গেশকর

মুম্বই, ৩০ জানুয়ারি।। কোভিডমুক্ত লতা মঙ্গেশকর। শুধু তা-ই নয়, নিউমোনিয়াকেও হারিয়ে দিলেন ৯২ বছরের গায়িকা। রবিবার বিকেলে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে সে খবর জানানলেন মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ টোপে। কোভিডে আক্রান্ত হয়ে গত ৮ জানুয়ারি মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি হন গায়িকা। বয়সজনিত শারীরিক পরিস্থিতির কারণে জটিলতার আশঙ্কায় সে দিনই তাঁকে রাখা হয় আইসিইউতে। রবিবার সকালেই রাজেশ জানিয়েছিলেন গায়িকার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তা ছাড়া চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, গত তিন দিন ধরে ভেন্টিলেশনের বাইরে রয়েছেন লতা। জ্ঞানও রয়েছে তাঁর। বিকেলের মধ্যে লতার কোভিড নেগেটিভ হওয়ার খবর মিলল। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কথায়, “লতা মঙ্গেশকর যে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে আছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। তিনি জানানলেন, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ১৫ দিন পরে ভেন্টিলেশন থেকে বের করে আনা হয়েছে তাঁকে। তিনি চোখ খুলে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলছেন।

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মূর্তির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

হায়দরাবাদ, ৩০ জানুয়ারি।। আর মাত্র কয়েকদিন। তারপরই গোটা বিশ্বের সামনে উন্মোচিত হবে স্ট্যাচু অফ ইকুয়ালিটির আবরণ। ২১৬ ফুটের এই মূর্তিটি একাদশ শতাব্দীর সাধক ও দার্শনিক সন্ত রামানুজার্চের। এটিই হতে চলেছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মূর্তি। হায়দরাবাদের কাছেই শামশাবাদে ৪৫ একর জমির উপরে স্থাপিত এই মূর্তিকে ঘিরে এখন থেকেই তুমুল কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ওই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করবেন। ওইদিন রামানুজার্চের ১০০৩তম জন্মবারিকী। তাই ওই দিনটিতেই বেছে নেওয়া হয়েছে উদ্বোধনের জন্য। এই প্রকল্পটি ১ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প। আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু ব্রিদ্ভন্তী চিন্মা জিয়ার স্বামী যে মন্দির স্থাপন করেছেন, সেখানেই স্থাপন করা হবে মূর্তিটি। ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে অনুষ্ঠান। চলবে ২ সপ্তাহ। যাগযজ্ঞের মাধ্যমে বিপুল সমারোহের অনুষ্ঠানে মোদির পাশাপাশি থাকবেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। থাকবেন

তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও ও চিন্মা জিয়ার স্বামী। জানা গিয়েছে, এই মূর্তিটি পঞ্চলোহার্য নির্মিত। কী এই পঞ্চ লোহা? আসলে এটি পাঁচ ধাতুর মিশ্রণ। সেগুলি হল-সোনা, রূপো, তামা, পিতল, দস্তা। মূর্তির চারপাশে ১০৮টি কালো পাথরে খোদাই করা ছোট মন্দিরও থাকবে। ভিতরের ক্ষেত্র থাকবে আরও একটি মূর্তি। সেটি তৈরি হয়েছে ১২০ কেজি সোনা দিয়ে। কে সন্ত রামানুজার্চ? তামিলনাড়ুর শ্রীপেরুম্বদুরে ১০১৭ সালে জন্ম তাঁর। রক্ষণশীল পরিবারে জন্ম নেওয়ার কারণে প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন গাঁড়া। দীনটিতেই বেছে নেওয়া হয়েছে বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন তিনি। বিশ্বাস, ভগবান আদিবাই রামানুজার্চ। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, লিঙ্গ, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, সকলের মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছেন। তাঁর সেই মুক্তমনা বাণীকে সকলের কাছে তুলে ধরতেই মোদি সরকার স্ট্যাচু অফ ইকুয়ালিটির পরিকল্পনা করেছিল।



অমৃতসর ৪ প্রেস কনফারেন্সের পরে কেজরিওয়াল ও আম আদমি পার্টির পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী ভগবন্ত মান বেরিয়ে যাওয়ার পথে একটি কটরপন্থী শিখ সংগঠনের প্রতিবাদের মুখে পড়েন। শিখ সংস্থা ঘোষণা করেছে যে তারা পাঞ্জাবে আম আদমি পার্টির প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ততদিন প্রতিবাদ করে যাবেন যতদিন না কেজরিওয়াল ১৯৯৩ সালের দিল্লি বোমা বিস্ফোরণ মামলার দোষী দেবীন্দর পাল সিং ভুল্লার র মুক্তির আদেশ জারি করছেন।

মণিপুরে ৬০ আসনে প্রার্থী দেবে বিজেপি

ইম্ফল, ৩০ জানুয়ারি।। মণিপুরে আসম বিধানসভা নির্বাচনে একক ভাবেই লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। রাজ্যের মোট ৬০ আসনের সবক’টিতেই তারা প্রার্থী দেবে বলে ঘোষণা করেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহ তাঁর পুরনো কেন্দ্র হেইনগঙ কেন্দ্র থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। রবিবার বিজেপি-র তরফ থেকে সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব দাবি করেন, দুই তৃতীয়াংশ সংযোগ্যরিত্তা নিয়ে আবার তাঁর দল মণিপুরে সরকার গড়বে। মণিপুরে দুর্দফায় ভোগ্রহণ। তিনি বলেন, “এবার টিকিট দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত প্রার্থীকে যারা দীর্ঘদিন ধরে দলের জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সেই তালিকায় শিক্ষাবিদ, খেলোয়াড় যেমন রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন প্রশাসক সমাজসেবীরা।

গুলিতে তৃণমূল নেতা খুনে গ্রেফতার বিজয়

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি।। ইছপুরে তৃণমূল নেতা খুনে গ্রেফতার বিজেপি নেতা। বিজেপি নেতা বিজয় মুখোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করলো পুলিশ। তৃণমূল নেতা সুশান্ত মজুমদারকে লক্ষ্য করে ২ রাউন্ড গুলি চলে। নিহত তৃণমূল নেতার ঘাড়ে গুলির চিহ্ন রয়েছে। মৃত্যু নিশ্চিত করতে কোপানো হয় তৃণমূল নেতাকে, এমনই অনুমান পুলিশের। কিছুদিন আগে নোয়াপাড়াতেই বিজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে গুলগোল হয় সুশান্ত মজুমদারের। তখন বিজয় মুখোপাধ্যায় তাঁকে ছমকি দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ, বারাকপুর-দমদম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি পার্থ ভোমিকের। সেই ভিত্তিতেই শনিবার রাতে বিজয় মুখোপাধ্যায়কে আটক করে পুলিশ। রাতেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। শনিবার বাড়ির কাছেই খুন হন তৃণমূল নেতা। রাত সোয়া নটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে উভর ২৪ পরগনার ইছপুরের মানিকতলায়। প্রথমে গুলি। গুলি লক্ষ্যহ্রষ্ট হওয়ায় মাথায় ধারালো অস্ত্রের রেকপ মারা হয় বলে অভিযোগ। মৃতের নাম- সুশান্ত মজুমদার ওরফে গোপাল। তিনি নোয়াপাড়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি প্রত্যক্ষশীরা জানান, শনিবার রাতে পার্টি অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় বাড়ির সামনেই ওই নেতার ওপর হামলা চালায় দুকুতিরা। আশপাশজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। মৃতের স্ত্রী উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ৩ নং ওয়ার্ডের কো অর্ডিনেটর। পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই ট্যাগেট ছিলেন গোপাল। ঘটনাকে নিয়ে গুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরঙ্গ। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আততায়ীরা কতজন ছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কারণ যে সিসিটিভি ফুটেজ সেখানে রয়েছে, তাতে শোনা যাচ্ছে গুলির শব্দ। তারপর কিছু মানুষ দৌড়ে যাচ্ছে। যেখানে ঘটনা ঘটেছে সেখানে অবশ্য কোনও সিসিটিভি নেই। দুকুতিরা পরিকল্পনা করেই খুনের ঘটনা সংগঠিত করেছে বলে তদন্তকারীরা মনে করছেন।

লাইফ স্টাইল

কত বার পরা যায় N-৯৫ মাস্ক?

কোন কোন লক্ষণ দেখলে বাতিল করতে হবে পুরনো মাস্ক

করোনাকালে মাস্কের চাহিদা বিপুল পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আলোচনা হয়েছে এন৯৫ মাস্ক নিয়ে। এই মাস্ক কাচা যায় না। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের পরে এটি ফেলে দিতে হয়। কিন্তু কত বার পরতে পারেন এই ধরনের মাস্ক? সম্প্রতি আমেরিকার Centers of Disease Control and Prevention-এর তরফে বলা হয়েছে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা ৫ বার পর্যন্ত পরতে পারেন এক একটি এন৯৫ মাস্ক। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একটি

মাস্ক কত বার পরা হবে, তার চেয়েও বেশি প্রয়োজনীয় হল, সেটি কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের মতে, দোকানে যাওয়ার জন্য মাস্ক পরা এমন কর্মক্ষেত্রে কাজ করা, যেখানে সারাক্ষণ মাস্ক পরে থাকতে হয় দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। তাঁদের মতে, কত বার মাস্ক পরা হচ্ছে, তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল, কত মাস্ক পরে থাকতে হচ্ছে। California Institute of Technologyর মাস্ক-বিশেষজ্ঞ রিচার্ড ফ্র্যাগান

বলছেন, কয়েকটি বিষয় নজরে রাখতে। মাস্ক বললে সময় এসেছে কি না, বোঝা যাবে এই লক্ষণগুলি দেখলেই। মাস্ক পরে দম নিতে কষ্ট হচ্ছে? তাহলে বুঝতে হবে, মাস্কের ছিদ্রগুলি বন্ধ হয়ে এসেছে। বাতাসের দূষিত পদার্থ, ধূলিকণা ছিদ্রগুলিকে বন্ধ করে দেয়। এমন হলে নতুন এন৯৫ মাস্ক পরতে হবে। পুরনো মাস্ক বাতিল করতে হবে। এন৯৫ মাস্কটির রং হলুদ হয়ে গিয়েছে? তাহলেও বুঝতে হবে এটি আর ঠিক করে কাজ করছে না। তখনও মাস্ক বদলাতে হাত

পারে। এন৯৫ মাস্কটির ইলাস্টিক আলগা হয়ে গিয়েছে? তাহলেও বদলে ফেলুন মাস্ক। কারণ পুরনো মাস্কটি আর আঁটসাঁট হয়ে মুখে বসছে না। ফলে এটির ফাঁক দিয়ে জীবাণু ও দূষিত পদার্থ ছুঁতে পারে। প্রচণ্ড জীবাণুপূর্ণ পরিবেশ বা দূষিত এলাকায় ব্যবহার করলে, এন৯৫ মাস্ক দুই থেকে তিন বারের বেশি পরা যায় না। এমন বলছেন রিচার্ড ফ্র্যাগান। কিন্তু সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এর চেয়ে অনেক বেশি সময়ে পরা যেতেই পারে।



মর্যাদার লড়াইয়ে জয়ী এগিয়ে চল সংঘ



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারিঃ রাখাল শিল্পের ফাইনালের পর সিনিয়র লিগেও ফরোয়ার্ড ক্লাবকে হারিয়ে দিলো এগিয়ে চল সংঘ। আগের ম্যাচে রামকৃষ্ণ ক্লাবের কাছে হেরে বেশ চাপে পড়ে গিয়েছিল বড় বাজেটের এগিয়ে চল সংঘ। এদিন ফরোয়ার্ড ক্লাবকে হারিয়ে অনেকটাই চাপমুক্ত তারা। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে এই বড় ম্যাচ ঘিরে একটা উৎসাহ ছিল। দুইটি দলেই বেশ কয়েকজন নতুন ফুটবলার যোগ দিয়েছে। ফলে লড়াই একটা অন্যায্যায় পৌঁছাবে এমন আশা

ছিল। তবে খুব উঁচুমানের লড়াই না হলেও একেবারে হতাশাজনকও নয়। মোটামুটি উপভোগ্য ফুটবলই খেললো দুইটি দল। স্থানীয়, ভিনরাজ্য এবং বিদেশি ফুটবলারদের নিয়ে মাঠে নেমেছিল ফরোয়ার্ড ক্লাব এবং এগিয়ে চল সংঘ। শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করেছে মোলারমঠের দলটি। মূলতঃ সুযোগ কাজে লাগিয়েই তারা শেষ হাসি হাসলো। ফরোয়ার্ড ক্লাব খুব খারাপ খেলেনি। দ্বিতীয়ার্ধে এগিয়ে চল সংঘ-র আক্রমণাত্মক ফুটবলের সামনে কিছুটা চাপ তৈরি হয়। এরই মাঝে ফরোয়ার্ড ক্লাবও সুযোগ

পেয়েছিল। মোট চারজন বিদেশি এদিন দুই দলের হয়ে মাঠে নামে। এগিয়ে চল সংঘের হয়ে অ্যারিস্টাইডের পাশাপাশি দ্বিতীয় বিদেশি আলফ্রেড এদিন প্রথম একাদশে খেললো। মাঝমাঠের এই ফুটবলারটির অন্তর্ভুক্তিতে দলের শক্তি কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে তা আরও কয়েকটা ম্যাচ পর বোঝা যাবে। ভিনরাজ্যের দুই নতুন ফুটবলার এদিন এগিয়ে চল সংঘের হয়ে মাঠে নামলো। প্রথম দর্শনে কেউই নজরকাড়া ফুটবল খেলতে পারেনি। ফরোয়ার্ড ক্লাবের হয়ে এদিন সুজয় দত্ত মাঠে নেমেছিল। প্রথম ম্যাচ

●এরপর দুইয়ের পাঠায়

ফুটবলারদের সংবর্ধনা দিলো ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারিঃ দীর্ঘদিন পর দ্বিতীয় ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রথম ডিভিশনে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে শহরের অত্যন্ত বনেনদি ক্লাব ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন। রবিবার ক্লাবের অফিস গৃহে চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড়দের বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ক্লাবের সভাপতি ডাঃ উৎপল চন্দ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অতীতের বরেণ্য ফুটবলার রঞ্জিত দাস সহ সুব্রত রায়, কমল সাহা, রজত কান্তি সেন সহ ক্লাব সদস্যরা। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন ক্লাবের সচিব রজত কান্তি সেন। এছাড়া বক্তব্য পেশ করেন রঞ্জিত দাস, কমল সাহা, রমেন দাশগুপ্ত। ধন্যবাদসূচক ভাষণ পেশ করেন সুশোভন দত্ত মজুমদার। প্রত্যেকেই ফুটবলারদের উজ্জ্বলিত প্রশংসায় ভরিয়ে দেন। আশির দশকের শেষ দিকে প্রথম ডিভিশনে খেলেছিল ক্লাবটি। দীর্ঘদিন পর ফের প্রথম ডিভিশনে উঠলো। স্বভাবতই ফুটবলারদের সংবর্ধনা দিতে কোন কার্পণ্য করেনি ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন।

টিসিএ সভাপতির সংবিধান বিরোধী ভূমিকা

নিজের অধিকার আদায়ে ফের কি আদালতে যাবেন তিমির চন্দ ?

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারিঃ নিজের অধিকার আদায়ে ফের কি আদালতে যাবেন টিসিএ-র নির্বাচিত সচিব তিমির চন্দ ? গত ১৮ জানুয়ারি উচ্চ আদালতের নির্দেশে টিসিএ-র সচিব পদে পুনরায় বহাল হয়েছেন তিমির চন্দ। ১৩ মার্চ ২০২১ তারিখে মানিক সাহা-র সভাপতিত্বে টিসিএ-র অ্যাপেল্জ কাউন্সিল নির্বাচিত সচিব তিমির চন্দ-কে কোন প্রকার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ১৮ জানুয়ারি (২০২২) উচ্চ আদালত এক প্রকার খারিজ করে দিয়ে তিমির চন্দ-কেই সচিব পদে বহাল রাখার নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি উচ্চ আদালত জানিয়ে দেয় যে, যতদিন না পর্যন্ত নিম্ন আদালতে মূল মামলার চূড়ান্ত রায় সামনে আসছে ততদিন তিমির চন্দই টিসিএ-র সচিব। তবে ঘটনা হচ্ছে, ১৮ জানুয়ারি উচ্চ আদালতের নির্দেশে তিমির চন্দ টিসিএ-র সচিব পদ ফিরে পেলেও তাকে নাকি

টিসিএ-র সংবিধান অনুযায়ী একজন সচিবের যে সমস্ত কাজ এবং দায়িত্ব সেই সমস্ত কোন কাজ বা দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হচ্ছে না। অভিযোগ, একদিকে উচ্চ আদালতের নির্দেশে অমান্য তো অন্যদিকে টিসিএ-র সংবিধান মতো কাজই হচ্ছে না টিসিএ-তে। আর পুরো ঘটনার নেতৃত্বে নাকি খোদ টিসিএ-র সভাপতি মনিক সাহা। জানা গেছে, যতদিন তিমির চন্দ ক্ষমতার বাইরে ছিলেন ততদিন সচিবের দায়িত্বে থেকে যুগ্মসচিব কিশোর দাস বিভিন্ন কাগজে যেমন সই করেন তেমনি বিভিন্ন সিদ্ধান্ত মেনে। কিন্তু যাই তিমির চন্দ সচিব পদে ফিরলেন তখনই সচিবের কাজগুলি দখল করে নেন খোদ সভাপতি। বিষ্ময়কর ঘটনা হচ্ছে, নজিরবিহীনভাবে টিসিএ-র বিভিন্ন ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের তালিকা (সম্ভাব্য রাজ্য দল) ঘোষণা করছেন সভাপতি। টিসিএ-র সংবিধানে নাকি সভাপতির এই

ধরনের কোন কাজের কোন অধিকার নেই। অর্থাৎ একদিকে যেমন উচ্চ আদালতের নির্দেশ মানা হচ্ছে না তেমনি টিসিএ-র সংবিধান, খবরের প্রকাশ, টিসিএ-র বেতনভূক্ত কর্মচারীদের নাকি এক প্রকার তালিবানি হুমকি দিয়ে রাখা হয়েছে তাতে করে টিসিএ-র কোন দায়িত্ব (সচিব হিসাবে) পালন করতে না পারে তিমির চন্দ। এই অবস্থায় নাকি টিসিএ-র সভাপতির ক্ষমতা (সংবিধান) চ্যালেঞ্জ করে রামস্বর্ধ মাামলার পাশাপাশি নিজের অধিকার সুনিশ্চিত করতে ফের আদালতে যেতে পারেন সচিব তিমির চন্দ। এই প্রসঙ্গে টিসিএ-র এক প্রাক্তন সচিব বলেন, রাজ্যে সরকার বদলের পর পদে পদে টিসিএ-র সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখানো হচ্ছে। বার বার মামলা, হামলা করে ক্রিকটেকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। এভাবে চলতে পারে না। ১৮ জানুয়ারি উচ্চ আদালতের নির্দেশ সামনে আসার পরই টিসিএ সভাপতির পদত্যাগ

করা উচিত ছিল। কেননা ১৮ জানুয়ারি উচ্চ আদালতের নির্দেশে স্পষ্ট যে, ১৩ মার্চ (২০২১) সভাপতি মনিক সাহা সংবিধান বিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সুতরাং মনিক সাহা-র উচিত ছিল, টিসিএ থেকে পদত্যাগ করা। এখন যদি তিমির চন্দ তার অধিকার আদায়ে ফের আদালতে যায় এবং আদালতে প্রমাণিত হয় যে, সত্যি সত্যি সচিবকে তার দায়িত্ব পালনে বাধা দিয়ে কাজ করছেন সভাপতি তাহলে তো তার বহিষ্কার নিশ্চিত। সুতরাং অবিলম্বে যদি সচিবকে তার দায়িত্ব ফিরিয়ে দেওয়া না হয় তাহলে তিনি আদালতে যেতেই পারেন। আর টিসিএ-র যে সংবিধান তাতে তো স্পষ্টভাবেই বলা আছে, সভাপতির কাজ ও দায়িত্ব কি আর সচিবের দায়িত্ব ও কাজ কি। তিনি স্পষ্টভাবেই বলেন যে, সচিব আদালতে গেলে সভাপতির এবার টিসিএ থেকে বিদায় আইনিভাবেই নিশ্চিত হবে।

বড় ম্যাচ জিতে খুশি সুজিত

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারিঃ শিশু ফাইনালের পর প্রথম ডিভিশন ফুটবলেও প্রথম সাক্ষাতে ফরোয়ার্ড ক্লাবকে হারিয়ে দিয়েছে এগিয়ে চল সংঘ। স্বভাবতই বেশ সন্তুষ্ট দলের কোচ সুজিত হালদার। তবে সার্বিকভাবে দলের খেলায় সন্তুষ্ট নন তিনি। এই দলটি আরও ভালো খেলতে পারে বলে মনে করেন তিনি। দুইটি দলই একটি উপভোগ্য ম্যাচ উপহার দিয়েছে বলে জানিয়েছেন। ম্যাচের গতি-প্রকৃতি বার বার উঠা-নামা করেছে। প্রথমার্ধে যদি ফরোয়ার্ড ক্লাবের দপট থাকে তবে দ্বিতীয়ার্ধে এগিয়ে চল সংঘের দপট ছিল। কোচ সুজিত হালদার-র কথায়, কোন দলই একচেটিয়া দপট দেখাতে পারেনি। মূলতঃ সুযোগ কাজে লাগানোর জন্যই জয় পেয়েছে এগিয়ে চল সংঘ। নতুন দুই ফুটবলারের পারফরম্যান্সে খুব সন্তুষ্ট না হলেও একেবারে হতাশও নন। দুই ফুটবলারই সম্ভবত অনুশীলনের মধ্যে ছিল না। তাই প্রথম ম্যাচে সেভাবে মেলে ধরতে পারেনি। তিনি আশা করছেন, পরবর্তী ম্যাচগুলিতে তারা স্বাভাবিক হুদে খেলতে পারবে। রামকৃষ্ণ ক্লাবের কাছে হেরে যাওয়ার পর বেশ চাপে পড়ে গিয়েছিল দলটি। এদিন বড় ম্যাচে ফরোয়ার্ড ক্লাবকে হারিয়ে কিছুটা চাপমুক্ত হয়েছে তারা। এটা স্বীকার করেছেন কোচ। রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিরুদ্ধে গোটা দল ফ্লপ করেছিল। এরকম দিন মাঝে মাঝে আসে বলে জানিয়েছেন তিনি।

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে অদ্ভুত ঘটনা, ম্যাচ চলার সময়েই ভূমিকম্প

নয়াদিিল্লি, ৩০ জানুয়ারি।। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ম্যাচে অদ্ভুত ঘটনা। ম্যাচ চলাকালীনই হল ভূমিকম্প। মাঠে থাকা ক্রিকেটাররা টের না পেলেও, ধারাভাষ্যের বক্সে সেই ঘটনা ভাবুঁই বোঝা গিয়েছে। সামনে থাকা টিভি স্ক্রিন কাঁপতে থাকার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে নেটমাধ্যমে। ব্রিনিদাদে প্লেট গ্রুপের সেমিফাইনাল ম্যাচ চলছিল আয়ারল্যান্ড বনাম জিম্বাবোয়ের মধ্যে। সেই সময় পোট অব স্পেনে ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল ৫.২। মাঠে থাকা ক্যামেরা বিপজ্জনক ভাবে কাঁপতে থাকে। ধারাভাষ্যকাররাও ঘাবড়ে যান।অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ম্যাচে অদ্ভুত ঘটনা। ম্যাচ চলাকালীনই হল ভূমিকম্প। মাঠে থাকা ক্রিকেটাররা টের না পেলেও, ধারাভাষ্যের বক্সে সেই ঘটনা ভাবুঁই বোঝা গিয়েছে। সামনে থাকা টিভি স্ক্রিন কাঁপতে থাকার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে নেটমাধ্যমে। ব্রিনিদাদে প্লেট গ্রুপের সেমিফাইনাল ম্যাচ চলছিল আয়ারল্যান্ড বনাম জিম্বাবোয়ের মধ্যে। সেই সময় পোট অব স্পেনে ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল ৫.২। মাঠে থাকা ক্যামেরা বিপজ্জনক ভাবে কাঁপতে থাকে। ধারাভাষ্যকাররাও ঘাবড়ে যান।সেই সময় আইসিসি-র হয়ে ধারাভাষ্যকার অ্যান্ড্রু লিয়োনার্ড বক্সে ছিলেন। তিনি বলেনছেন, “আমার মনে হচ্ছে এখন ভূমিকম্প হচ্ছে। বক্সে বসে আমরা বুঝতে পারছি। সত্যিই কি এটা ভূমিকম্প? কুইন্স পার্ক ওভালের গোটা মিডিয়াম সেন্টারই থরথর করে কাঁপছে।” জিম্বাবোয়ের ইনিংসের ষষ্ঠ ওভার চলার সময় এই ঘটনা ঘটে। তবে মাঠা থাকা ক্রিকেটাররা সে ভাবে কিছু ভাবেনি। পায়ের চোট ভুগিয়েছেন এই প্রতিযোগিতাতেও। কিন্তু সব যন্ত্রণা সহ্য করেই ইতিহাস গড়ে ফেললেন তিনি।

সুপার লিগে আসল লড়াই ঃ সুভাষ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারিঃ মর্যাদার লড়াইয়ে হেরে গেলেও মোটেই হতাশ নন ফরোয়ার্ড কোচ সুভাষ বোস। তার স্পষ্ট কথা, আসল লড়াই তো সুপার লিগে। তখনই বোঝা যাবে কারা সেরা ? তাই এদিনের পরাজয়কে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ। দুই সমশক্তিসম্পন্ন দলের লড়াইয়ে তার দল হেরেছে। তবে মোটেই খারাপ খেলেনি দল। প্রথমার্ধে যথেষ্ট ভালো খেলেছে। তিনি বলেছেন, প্রথমার্ধে প্রাপ্ত সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে

ম্যাচের ফলাফল বদলে যেতো। সার্বিকভাবে দলের পারফরম্যান্সে তিনি অসন্তুষ্ট নন। দ্বিতীয়ার্ধে এগিয়ে চল সংঘের কিছুটা দপট ছিল এটা মেনে নিয়েছেন তিনি। তার গোলকি পার অমিত জমাতিয়া যেভাবে গোলটি হজম করেছে তা দেখে তিনি বিম্মিত। তাকে কোন দোষ দেননি। তবে বলেছেন, এই ধরনের গোল বিশেষ দেখা যায় না। রেফারিং নিয়েও নিজের অসন্তোষ গোপন করেননি ফরোয়ার্ড কোচ। ম্যাচের পর ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিদেশি ফুটবলার ভিদাল

আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে দৌড়ে আসে রেফারিদের দিকে। যদিও তাকে অন্যরা সরিয়ে নিয়ে যায়। ম্যাচের শেষের দিকে এগিয়ে চল সংঘের সীমান্তে একটি ফ্রি-কিক পায় ফরোয়ার্ড ক্লাব। এগিয়ে চল সংঘের দুই ফুটবলার নির্দিষ্ট দূরত্বে না দাঁড়িয়ে অনেকটা কাছে দাঁড়িয়ে অব্ভিযোগ। ভিদাল-র ফ্রি-কিক তাই ওই ফুটবলারদের গায়ে লেগে ফেরত চলে আসে। এই বিষয়টিই মানতে পারেননি ফরোয়ার্ড কোচ সহ দলের অন্যান্য কর্মকর্তারাও।

নন্দ ঘোষ’র ভূমিকায় রেফারি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারিঃ দল জিতলে রেফারিং নিয়ে কোন অভিযোগ নেই। আর দল পরাস্ত হলোই সব দোষ চাপিয়ে দেওয়া হবে রেফারির উপর। এটাই আগরতলার ফুটবলের একটা বড় ট্র্যাগেডি। এককথায় যত দোষ নন্দ ঘোষ। আর এই নন্দ ঘোষ-র ভূমিকায় ফুটবলপ্রেমীরা দেখে আসছে

গেলো উন্মোচন। এদিন এগিয়ে চল সংঘের মুখোমুখি হয় ফরোয়ার্ড ক্লাব। এগিয়ে চল সংঘ এগিয়ে গিয়েছিল প্রথমে। ফরোয়ার্ড ক্লাব ম্যাচে সমতায় ফিরে আসার পর ফের রেফারিকে ট্যাগেট করে তাদের সমর্থক এবং কর্মকর্তারা। দ্বিতীয়ার্ধে এগিয়ে চল সংঘ আরও একটি গোল করে ম্যাচ জিতে নেয়। এরপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে ফরোয়ার্ড

সহজভাবে মেনে নেওয়ার মতো কেউ নেই। রেফারিরা ভুল অবশ্যই করে। তবে জেনে-বুঝে কেউই ভুল করে না। কোচ, কর্মকর্তারও তো অনেক ভুল করে। এদিন ফরোয়ার্ড ক্লাবের প্রথম একাদশ গঠন নিয়েও তো প্রশ্ন উঠেছে। সেটাও তো এক ধরনের ভুল। তারা ভেবেছিলেন, এভাবে প্রথম একাদশ গঠন করলে ফলাফল



রেফারিকে। নিজের দলের খেলার কোন সমালোচনা নেই। বিপক্ষ দল ভালো খেলে জিচ্ছে যে তা নিয়েও কোন উচ্চবাচ্য নেই। শুধুমাত্র তাদের দল হেরেছে এটাই চরম সত্য। আর এর জন্য ম্যাচের পর রেফারি হয়ে উঠবে তাদের লক্ষ্য। রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিরুদ্ধে পরাজয়ের পর এগিয়ে চল সংঘের ম্যানেজারের তোপের মুখে পড়েছিল রেফারি। তার অশ্রাব্য গালাগালি চলতেই থাকলো। এক কর্মকর্তাকে বলতে শোনা গেলো, ‘বেজম্মার বাচ্চা’। নিজের ছেলের বয়সি রেফারিকে তিনিসম্বোধন করলেন এই নামে। অবশ্য আগরতলার ময়দানে এটাই চিরাচরিত দৃশ্য। পরাজয়কে

ক্লাবের কর্মকর্তারা। গোলকিপার এবং রক্ষণের ভুলে তারা গোলটি হজম করেছে। এটাই হলো আসল সত্যি। কিন্তু ফরোয়ার্ড ক্লাবের কর্মকর্তারা ম্যাচ হেরে যাওয়ার ফলে সেই সব আর মাথায় রাখেনি। রেফারিকে লক্ষ্য করে অশ্রাব্য গালাগালি চলতেই থাকলো। এক কর্মকর্তাকে বলতে শোনা গেলো, ‘বেজম্মার বাচ্চা’। নিজের ছেলের বয়সি রেফারিকে তিনিসম্বোধন করলেন এই নামে। অবশ্য আগরতলার ময়দানে এটাই চিরাচরিত দৃশ্য। পরাজয়কে

ভালো হবে। কিন্তু হয়নি। ভুল ভুলই। সুতরাং রেফারিরা ভুল করলে সোঁকে ভুল হিসাবেই মেনে নিতে হবে। দুর্ভাগ্য, এখানকার কর্মকর্তারা অন্য ধাতুতে তৈরি। ম্যাচ হারলে বা খেলা চলাকালীন সময়ে রেফারির সিদ্ধান্ত তাদের বিরুদ্ধে গলেই রেফারি হয়ে উঠে তাদের লক্ষ্যবস্তু। এত গালাগালি হজম করেও রেফারিরা সামান্য অর্ধের বিনিময়ে মাঠে পড় থাকেন। এটাই সবচেয়ে বড় খাতিয়ে। রেফারিরা যদি কোনদিন বিদ্রোহ করে বসেন তখন কি হবে?

ক্রীড়া দফতরের ঘোষণায় বিভ্রান্তি

পশ্চিম জেলায় হকি-র কি দুইটি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে ?

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারিঃ রাজ্য সরকার গৃহীত ক্রীড়া নীতিতে নাকি এই ইভেন্টে একটি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন বা একটিই রাজ্য ক্রীড়া সংস্থার সংস্থান রয়েছে। কিন্তু ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্যদের যৌথ উদ্যোগে ক্রীড়া নীতির অঙ্গ হিসাবে দুইটি অ্যাসোসিয়েশন গঠনের পশ্চিম জেলাভিত্তিক যে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন গঠনের কথা সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, একই ইভেন্টে দুইটি অ্যাসোসিয়েশনের (পশ্চিম জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন) জন্য নির্বাচন করা হবে। সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী, ২১ ফেব্রুয়ারি বিকাল চারটার ‘হকি’ ইভেন্টে পশ্চিম জেলার স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন। আবার ২৩ ফেব্রুয়ারি বিকাল তিনটায় হকি ইভেন্টে পশ্চিম জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন। ক্রীড়া

দফতরের সরকারি ঘোষণাপত্রের (File no. 8 (6) WDYAS/ DLSA/2021) ক্রমিক নম্বর ছয় এবং ক্রমিক নম্বর সতেরো-তে ‘হকি’র জন্য দুইদিন কমিটি গঠনের কথা বলা আছে। প্রশ্ন এখানেই। তবে কি ক্রীড়া নীতিতে একইভেন্টে দুইটি অ্যাসোসিয়েশন গঠনের সুযোগ আছে ? তা না হলে তো হকি-তে দুইদিন পশ্চিম জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের ঘোষণা থাকতো না। এদিকে, ক্রীড়া নীতির নাম দিয়ে ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্যদের একাংশ রাজ্যে সমান্তরাল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন বা ক্রীড়া সংস্থা গঠনের খেলায় নেমেছে বলে অভিযোগ। বর্তমান সময়ে রাজ্যে বিভিন্ন ইভেন্টে যে সমস্ত ক্রীড়া সংস্থা কাজ করছে বা ফেডারেশনের অনুমোদনপ্রাপ্ত তাদের কোন প্রকার মতামত, অনুমতি বা তাদের নিয়ে কোন জেলা স্পোর্টস

অ্যাসোসিয়েশন নাকি গঠন করা হচ্ছে না। ক্রীড়া দফতর এবং ক্রীড়া পর্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, এমন অনেক ক্লাব বা ইউনিটকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রাইমারি স্পোর্টস বডি। যারা জীবনে ওই নির্দিষ্ট ইভেন্টে যুক্ত ছিল না। জানা গেছে, রাজ্য ক্রিকেট আরগরতলার ১৪টি ক্লাব টিসিএ-র অনুমোদনপ্রাপ্ত। এই ১৪টি ক্লাবের বাইরে কোন ক্লাবের ক্রিকেট খেলার কোন অনুজ্ঞাপত্র বা সুযোগ নেই। কিন্তু এমন অনেক ক্লাব নাকি ক্রিকেটের প্রাইমারি স্পোর্টস বডির অনুমোদন পেয়ে গেছে। একই অবস্থা নাকি জেলা কমিটিতে। অভিযোগ, পশ্চিম জেলা স্পোর্টস অফিসে নাকি টাকার খেলা চলছে। এখানে টাকার বিনিময়ে নাকি খেলাধুলার বাইরের অনেক ক্লাব, ইউনিট প্রাইমারি স্পোর্টস বডির অনুমোদন তুলে নিচ্ছে। একাজে

●এরপর দুইয়ের পাঠায়

টিম ইন্ডিয়ায় এবার শাহরুখ খান

নয়াদিিল্লি, ৩০ জানুয়ারি।। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য স্ট্যান্ড বাই হিসেবে দলে সুযোগ পেলেন শাহরুখ খান ও রবি শ্রীনিবাস সাই কিশোর। টি-টোয়েন্টিতে ইতিমধ্যেই দুজা জাগিয়েছেন শাহরুখ খান। তাঁর রাজ্য দলের সতীর্থ রবি শ্রীনিবাস সাই কিশোর বাঁ হাতি স্পিনার। আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজ। ক্যারিবিয়াদের বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের সিরিজ চলাকালীন টিম ইন্ডিয়ার কোনও আইপিএলের আসন্ন ম্যাচের আক্রান্ত হয়ে পড়েন,

তাহলে ব্যাক আপে থাকা শাহরুখ ও সাই কিশোর সুযোগ পেতে পারেন। করোনা সংক্রমণ বেড়েছে দেশে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় করোনার ছায়া পড়েছে। সেই করোনা আবহেই বল গড়াবে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের। তিনটি ওয়ানডে-র পর হবে টি টোয়েন্টি। তিনটি টি টোয়েন্টি ম্যাচই হওয়ার কথা কলকাতায়। এদিকে শাহরুখ ইতিমধ্যেই নজর কেড়ে নিয়েছেন। তাঁর প্রশংসা করেছেন অনেকেই। ধারাভাষ্যকার হর্ষ ভোগলে আগেই জানিয়েছেন আইপিএলের আসন্ন নিলামে ভাল দাম পাবেন শাহরুখ।

ভোগলের মতে শাহরুখ অনেকটা ইউসুফ পাঠানোর মতোই। বড় শট খেলতে পারেন। সৈয়দ মুস্তাক আলি টুর্নামেন্টের ফাইনালে কর্নটিকের বিরুদ্ধে শেষ বলে ছক্কা মেরে দলকে জিতিয়েছিলেন শাহরুখ। আইপিএলে পাঞ্জাবের হয়ে খেলে নজর কাড়ে ন শাহরুখ। ক্রত রান তুলতে দক্ষ তিনি। শাহরুখের বন্ধু সাই কলকাতায়। এদিকে শাহরুখ ক্রিকেটেও বেশ পরিচিত মুখ। গত বছর শ্রীলঙ্কা সফরে নেট বোলার হিসেবে ডাক পেয়েছিলেন সাই কিশোর। জাতীয় দলের কোচ রাহুল



“স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা”

BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

① Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

৯৪৩৬৯৪০৩৬৬

বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার

গৌর চন্দ্র সাহার স্মরণে সামাজিক কর্মসূচি

থ্রেস রিলিজ, উদয়পুর, ৩০ জানুয়ারি।। শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স'এর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় গৌর চন্দ্র সাহার ৩০তম প্রয়াণবার্ষিকী যথামতভাবে পালন করা হল সারাদিন ব্যাপী এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ৩০ শে জানুয়ারি এই অনুষ্ঠান ছিলো পুরোটিই এই প্রাণপুরুষের ভাবদর্শ ও অনুসরণীয় পথকে স্মরণ করে এবং এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ত্রিপুরার ঐতিহ্যশালী এই জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প, আদর্শ আদিবাসী গ্রাম স্বর্ণগ্রামঃ ওয়ারেংবাড়িতে। এদিনের কর্মসূচিতে ছিল- এই গ্রামের প্রত্যেক অধিবাসীদের জন্য একটি স্বাস্থ্য শিবির যেখানে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ওষধ পত্র প্রদান করা হয়। প্রত্যেক পরিবারের জন্য এক মাসের খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন, কম্বল বিতরণ, “কোভিড” সুরক্ষা সামগ্রী এবং মিল্লম ও সুশাব্দ দ্রব্য



প্রদান করা হয়। এছাড়া গ্রামের প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ছিল বইপত্র ও খেলার সামগ্রী। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যোগ ব্যায়াম প্রদর্শন ও এখানকার কিশোর কিশোরীদের নৃত্যানুষ্ঠান সারাদিনব্যাপী এই কার্যক্রমের

সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিলো। সব মিলিয়ে এ এক উপযুক্ত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। গৌর চন্দ্র সাহা, যিনি, তার জীবদ্দশায় একজন অত্যন্ত দায়িত্ববান এবং সচেতন নাগরিক হিসেবে সমাজের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং সমাজের

পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণের জন্য এই ধরনের অনেক প্রকল্প শুরু করেছিলেন। “তেরো বছর আগে আমরা ওয়ারেংবাড়িকে আদর্শ আদিবাসী গ্রাম স্বর্ণগ্রাম হিসেবে তুলে ধরার প্রকল্পটি হাতে নিয়ে ছিলাম এই ভেবে, যে এই

গ্রামের সমস্ত বাসিন্দাদের সামগ্রিক জীবনযাপন ও জীবিকার মানোন্নয়ন ঘটানোর জন্য আমরা আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হব”, বলেন গৌর চন্দ্র সাহার জামাতা ও শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর শ্রী রূপক সাহা। তিনি আরও বলেন “আজ আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই ত্রিপুরা সরকার, রামকৃষ্ণ মিশন এবং ভারত সেবাস্রমকে তাদের সাহায্যের হাত এই প্রকল্প বাড়িয়ে দেবার জন্য। এছাড়াও এর সাথে যুক্ত সমস্ত ডাক্তার, সেবাকর্মী, অন্যান্য বাণিজ্যিক সংস্থা ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের আমরা ধন্যবাদ জানাই। সকলের মিলিত প্রয়াসে আজ এই গ্রামের বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবনের সুযোগ সুবিধা ও উন্নতি লক্ষ্যীয়। বাচ্ছারা স্কুলে যাচ্ছে, স্কুলের গাউ পেরিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা বাইরের কলেজে গিয়ে

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

বাঁকাপথে চাল বিক্রি

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩০ জানুয়ারি।। অবৈধভাবে রেশনের চাল বিক্রির অভিযোগ উঠলো এক ডিলারের বিরুদ্ধে। শান্তিরবাজার রামঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন ৩ নং রেশন দোকানের ডিলার জগদীশ দাসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ। রবিবার তিনি রেশন দোকান থেকে বাঁকা পথে চাল বিক্রি করেন কানু দেবনাথের কাছে। এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের। তবে স্থানীয় নাগরিকরা ঘটনাটি হাতেনাতে ধরে ফেলেছেন বলে তারা জানান। কানু দেবনাথ রেশন দোকান থেকে চালের বস্তা বাইকে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তখনই স্থানীয় নাগরিকরা তাকে ধরে ধরেন। কানু দেবনাথ বাইক থেকে চালের বস্তা রাস্তায় নামিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান বলে অভিযোগ। পরবর্তী সময় রেশন ডিলার জগদীশ দাসকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলো তিনি এ বিষয়ে কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। তাই দাবি উঠছে ঘটনাটির সূচ্য তদন্ত হোক। যদি রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগ প্রমাণিত হয় তাহলে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক খাদ্য দফতর।

বিধবার জমি দখল খোকনের



প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। জোর করে এক বিধবা মহিলার জমি হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে আমতলি থানার শচীন্দ্রলাল চারি পাড়া এলাকায়। অভিযুক্ত খোকন মিয়া ওরফে শাহজাহানকে আগেও পুলিশ এক দফায় হত্যার চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার করেছিল। জামিনে ছাড়া পেয়ে এলাকারই ফাতেমা বেগমের স্বর্ণালঙ্কার-সহ জমি হাতিয়ে নিয়েছে। উল্টো তাকে দিয়েই খোকন তার বিরুদ্ধে জড়িয়ে দেয় ইমরান এবং কাসেমকে। এবার এলাকার এক বিধবা মহিলার জমি জোর করে হাতিয়ে নিয়েছে। রবিবার সকালে এই জমিতে ড্রজার নামিয়ে মাটিও কাটা হয়। এই মহিলার বাড়ির শৌচাগার পর্যন্ত ভেঙে দেওয়া হয়। এই ঘটনা ঘিরেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন এলাকাবাসীরা। তারা জড়ো

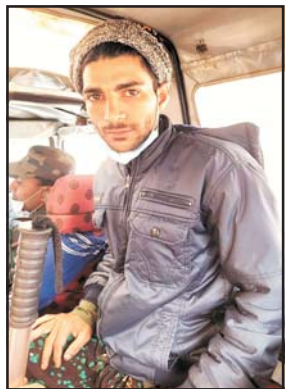
হয়ে পড়েন পাড়ায়। তাদের বক্তব্য, খোকন মিয়া পিস্তল নিয়ে আসে সবাইকে ভয় দেখাতে। যে কারণে তার বিরুদ্ধে কোনওদিন কেউ কথা বলতে পারে না। এই দফায় বিধবা মহিলার জমি জোর করে দখল নিয়েছে। জমির মাটি কেটে এখন পিলার বসিয়ে দিচ্ছে। এলাকায় মহিলা সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। গোটা এলাকার মহিলারা ই তার জন্য সুরক্ষিত নন। এই ঘটনায় আমরা আমতলি থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। থানার বড়বাবু কথা

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

আমজাদনগরের ঘটনায় অভিযুক্ত

১৯, গ্রেফতার ১

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩০ জানুয়ারি।। বিলোনিয়ার আমজাদনগরের রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনায় মোট ১৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তরা সবাই সিপিআইএম সমর্থিত বলে খবর। পুলিশ ইতিমধ্যে একজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতের নাম তাজুল ইসলাম। অভিযুক্তকে রবিবার বিলোনিয়া আদালতে পেশ করা হয়। আদালত অভিযুক্ত তাজুল ইসলাম ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত



জেলহাজতের নির্দেশ দেয়। ১৯ জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৮৬/৩০৭/৩২৬/৩৪১/৩৪ ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। যার নম্বর ৯/২২। উল্লেখ্য, শনিবার রাতে বিলোনিয়ার আমজাদনগরে সিপিআইএম এবং বিজেপি কর্মীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটেছিল। যার ফলে গুরুতরভাবে আহত হন ৫ জন। তাদেরকে দা দিয়ে কোপানো হয়েছিল বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। সেই মোতাবেক পুলিশ ১৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। বাকি অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে পুলিশ এখন ক দিন সময় নেয় সেটাই দেখার।

সিপিআইএম অফিস পুনঃনির্মাণ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৩০ জানুয়ারি।। রাজো নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত পরপর তিরবার হামলা সংঘটিত হয়েছিল গন্ডাছড়ার সরমাস্থিত সিপিআইএম অঞ্চল কমিটির অফিসে। নারায়ণপুর এলাকার সেই অফিসটি বারবার দুর্ভুক্তি ভাঙুর করেছে। সর্বশেষ হামলার পর অনেকদিন অফিসটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। রবিবার স্থানীয় বাম নেতা-কর্মীরা অফিসটি পুনরায় খোলার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেছেন। অফিসের সাইনবোর্ড-সহ আসবাবপত্র কিছুই অক্ষত অবস্থায় ছিল না। এখন পুনরায় অফিসটি গড়ে তোলা হচ্ছে। অফিস পুনঃনির্মাণের মধ্য দিয়ে বামেরা বাতী দিতে চেয়েছে। যতই হামলা হোক না কেন তারা কোনভাবেই পিছিয়ে আসবেন না। এদিন বাম নেতা-কর্মীরা বেশ উৎসাহের সাথেই অফিস পুনঃ



নির্মাণের কাজ করেছেন। কিছুদিনের মধ্যেই অফিসটি নিয়মিত খোলা হবে নেতৃত্ব। রাজ্যের অন্য প্রান্তেও বন্ধ হয়ে থাকা সিপিআইএম অফিসগুলি ধীরে ধীরে খোলা হচ্ছে। গন্ডাছড়াতেও দল এখনও মুছে যায়নি, তা এদিনের ঘটনায় আবারও স্পষ্ট হয়েছে।

হয়েছিল। তারপরও অফিস বন্ধ রাখতে চাইছেন না সিপিআইএম নেতৃত্ব। রাজ্যের অন্য প্রান্তেও বন্ধ হয়ে থাকা সিপিআইএম অফিসগুলি ধীরে ধীরে খোলা হচ্ছে। গন্ডাছড়াতেও দল এখনও মুছে যায়নি, তা এদিনের ঘটনায় আবারও স্পষ্ট হয়েছে।

অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ৩০ জানুয়ারি।। বিশ্ববাসী অগ্নিকাণ্ডে ভয়াবহত হয়ে গেল এক মহিলার বসতঘর। ঘটনা কাঁঠালিয়া রাস্তার অন্তর্গত নির্ভরপুর পঞ্চায়েত এলাকার সীমান্ত পাড়া বদরপুর গ্রামে। স্বামীহারা ওই মহিলার নাম নুরজাহান বেগম। এই অগ্নিকাণ্ডে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। মহিলা জানিয়েছেন তার কোন জিনিসপত্র রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এমনকি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আঙুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শনিবার দুপুরে হঠাৎ করে



● এরপর দুইয়ের পাঠায়

প্রাক্তন আইজিপি'র গাড়ি ভাঙুর

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। রাজ পুলিশের প্রাক্তন আইজিপি নেপাল দাসের গাড়ির উপর দুষ্কৃতীদের হামলার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য



হড়িয়ে পড়েছে শহরতলির পুলিশ হাসপাতাল এলাকায়। রাতের আঁধারে এই ঘটনা ঘটেছে বলে এডিনগর থানা পুলিশের তরফে জানা গেছে। পুলিশ এই মর্মে একটি মামলাও গ্রহণ করেছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, কবিরাজটিলা পুলিশ হাসপাতালের পাশেই প্রাক্তন আইজিপি নেপাল দাসের বাড়ি। বাড়ির সামনেই নির্দিষ্ট পার্কিংয়ের জায়গায় গাড়িটি প্রতিদিনের মতোই শনিবার রাতেও রেখে গেছেন। রবিবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাড়ির লোকজন বিষয়টি টের পেয়েছে বলে পুলিশের তরফে জানা গেছে। অবশ্য পুলিশের থানা পুলিশ প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিকের গাড়ি ভাঙুরের ঘটনায় এখনও কোনও ক্ল খুঁজে পায়নি।

Affidavit
I, Raju Debnath, S/o-Shri Nani Gopal Debnath, Resident of Town Pratapgarh, Agartala, Tripura (W) have changed my name to Rajeeb Debnath vide Affidavit dated 18-12-2021 for all future purposes.

GRAMMAR & SPOKEN

ছোটদের, বড়দের ও Competitive পরীক্ষার্থীদের English grammar, Spoken, Written ও Translation পড়ানো হয় এবং Recording Videos প্রদান করা হয়।

— যোগাযোগ করুন —
Mob - 9863451923 8837086099

অল ইন্ডিয়া ওপেন চ্যালেঞ্জ

Free সেবা 3 ঘন্টায় 100% গ্যারান্টিতে সমাধান

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সন্তান ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গর্ভধন, কর্মে বাধা, ওগুন্ডিয়া কলাজাদু, মুঠকরনী, জাদুটোনা, কবীকরণ স্পেশালিস্ট।

ঘরে বাসে A to Z সমস্যার সমাধান

যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অংশাই ফোন করুন আর ঘরে বাসেই দ্রুত সমাধান পান।

স্পেশালিস্ট ও বশীকরণ, মুঠকরনী এবং কলাজাদু

Contact 9667700474

ATTENTION RUBBER TRADERS AND RUBBER FARMERS

We help to get Rubber board licence, GST, MSME registration for unregistered traders.

Other Activities :

Business development guidance, project report for PMEGP, Trade loans with or without subsidy

For Farmers only

Guidance to estate farmers for increasing yield and quality, Estate inputs, acid, mini modern smoke house etc.

For details

MAA ENTERPRISE
Kumarghat, Unokoti, Tripura
(M) 8974693460 / 7994669119 / 7085442220

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

বিক্রয়

27 শে নভেম্বর 2020 -এর ক্রয় করা BS VI মডেলের Tata Ace Cover Van Show Room Condition (10,900 Km) -এ বিক্রয় হইবে। পুরানো দরজা, জানালা, কাঠ, গ্রীল বিক্রয় হইবে।

Mob - 8787503823

VISION CONSULTANCY

Admission Point

We Provide Admission Guidance for **MBBS / BDS / BAMS** TOP PRIVATE MEDICAL COLLEGES IN INDIA (Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Haryana, Bihar, Orissa & Other)

LOW PACKAGE 45 LAKH

NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY

Call Us : 9560462263 / 9436470381
Address : OfficeLane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)

ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়

আপনি কি সন্তুষ্ট আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসহজ সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

মিয়া সুফি খান

মেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সন্তান এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন, সমস্যার চিন্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যাও তুফানি সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাজের কোন ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসহজ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

তত্ত্ব মন্ত্র বশীকরণ এবং অন্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম।

মোবাইল : 8798144508 / 8798144507

ঠিকানা - ভোলাগারি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

ইন্ডিয়া আয়ুর্বেদিক মেডিসিন সেন্টার

Paradise Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan Agartala - 8787626182

যেকোনো ব্যাথা থেকে **Relife** যেমন -

বাতের ব্যাথা, কোমর ব্যাথা, হাটু ব্যাথা, ব্যবহার করুন।

Orthorelf Capsules
MRP : 275/-